মছজেদ স্থানান্তরিত করার রদ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন, ইমামুল হুদা
আমিরুশ শরিয়ত, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে জামান
পীরে-কামেল, শাহ্‌ছুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা মাওলানা

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

পীরজাদা শাহছুফী মরহুম হজরত
মাওঃ মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর জ্যেষ্ঠ পুত্র
মোহাম্মদ নূরুল আমিন কর্ত্তৃক
বশিরহাট "বঙ্গনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় সংস্করণ * হিঃ ১৪২১
ইং ২০০১ বাং ১৪০৭

মূল্য ২২ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على
رسوله سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

মছজেদ স্থানান্তরিত করার রদ

———— ০:*:০ ————

জৌনপুরের মাওলানা হাফেজ আবদুছ ছালাম সাহেব কর্ত্তৃক فتوى جواز تعدد مساجد নামক ফৎওয়ার প্রতিবাদ।

"তিনি উহার ২।৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে এরূপ লোক বাহির হইয়াছে যে, সাধারণ ভাবে একাধিক মছজেদকে নাজায়েজ বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক গ্রামে দুই মছজেদ দেখিলে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে দ্বিতীয় মছজেদকে জেরার স্থির করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দেন. উহাতে নামাজ পড়া মকরূহ তহরিমি ও নাজায়েজ বলিয়া থাকেন।"

আমাদের বক্তব্য —

ইহা তাঁহার একেবারে মিথ্যা ও বাতীল দাবি, বঙ্গদেশে এরূপ কোন লোক নাই। যে মছজেদগুলি প্রকৃত মছজেদ-জেরার, তাহাই তাহারা নাজায়েজ বলেন, উহাতে নামাজ মকরূহ তহরিমি বলিয়া থাকেন।

এই পুস্তকের নাম فتوى جواز تعدد مساجد রাখা হইয়াছে, ইহার অর্থ একাধিক মছজেদ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া। এই নামটি

এস্থলে ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে, ইহার প্রকৃত নাম এইরূপ হওয়া উচিত ছিল, فتوى جواز تخريب مسجد মছজেদ বিরাণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া, কেননা ইহাতে পুরাতন মছজেদ বিরাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। একাধিক মছজেদ জায়েজ হওয়া লইয়া এস্থলে মতভেদ হয় নাই, তাহাতেই এইরূপ নাম রাখা যে ভ্রান্তি মূলক, ইহাতে সন্দেহ কি?

উহার ৫/৬ পৃষ্ঠায় আছে —

কি বলেন, দীনের আলেমগণ ও শরিয়তের মুফতিগণ এই মছলা সম্বন্ধে যে, এক গ্রামের লোকেরা একমত হইয়া প্রথম মছজেদকে ত্যাগ করত: দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিল এবং উক্ত মছজেদের স্থানকে দহলিজ ঘর বানাইয়া লইল, এক্ষণে এই দ্বিতীয় মছজেদে ৪০ বৎসর হইতে জুমা নামাজ হইতেছে, ইহাতে জুমা জায়েজ হইবে কিনা?

প্রশ্নকারি ফজলোর রহমান।

জওয়াব—

দ্বিতীয় মছজেদে জুমা জায়েজ, যখন সমস্ত মুছুল্লি একমত হইয়া কোন সুবিধা হেতু প্রথম মছজেদ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু প্রথম মছজেদকে দহলিজ ঘর বানান নাজায়েজ, এই হেতু যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায় এবং উহার আবশ্যক না থাকে, তবে উহা মালেকের অধিকার ভুক্ত হইবে না সকল সময়ের জন্য উহা মছজেদ থাকিবে।

আলমগিরি, কলিকাতার ছাপা, ২৪৮ পৃষ্ঠা —

"আবু ইউছফের মতানুযায়ী মছজেদ বিরাণ হইয়া গেলে এবং তথাকার অধিবাসিগণের মছজেদ প্রয়োজন না থাকিলে, উহা প্রস্তুত

কারির অধিকার ভুক্ত হইবে না, এই আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া হইবে।

আবতুল আজিজ, জৌনপুর মাদ্রাছা আলিয়া
কারামতিয়ার মোদারে´ছ

উল্লিখিত ঘটনাতে যে টীনের মছজেদে সমস্ত লোক একমত হইয়া ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত জামায়াত করিয়া নামাজ পড়িতেছেন, বর্ত্তমানে কাহারও কথাতে উহা মছজেদে-জেরারের হুকুমে হইতে পারে না, উহাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইতে পারে না, কেননা যখন টিনের মছজেদ সকলের মতে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ৪১ বৎসর নামাজ পড়িতেছেন, তখন ইহা কিরূপে মছজেদে জেরার হইবে ?

আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, উক্ত টিনের মছজেদটি লোক দেখান, লোক শুনান, গৌরব করা ইত্যাদির জন্য নির্ম্মাণ করা হয় নাই, এই টিনের মছজেদটি খড়ের মছজেদ থাকা সত্বেও সমস্ত লোক মিলিত হইয়া এইহেতু প্রস্তুত করিয়াছেন যে, যদি উক্ত পুরাতন খড়ের মছজেদে টাকা কড়ি ব্যয় করিতেন, তবে মুছুল্লিদিগের লোকদের উচ্চশব্দ ও গণ্ডগোলের দ্বারা যে কষ্ট হইত তাহা বাকী থাকিয়া যাইত, এই হেতু অন্যস্থানে মছজেদ প্রস্তুত করা উচিৎ, এই হেতু বড় দ্বিতীয় টীনের মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় মছজেদে ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত জুমার নামাজ পড়া হইয়াছে, প্রথম মছজেদ বিরাণ ছিল, এই হেতু সমস্ত লোকের প্রথম মছজেদের প্রয়োজন থাকিল না, এই জন্য বড় এমাম ও এমাম মোহাম্মদের মতে প্রথম মছজেদ জমির মালিকের অধিকার ভুক্ত হইবে, আর এমাম আবু ইউছোফের রেওয়াএত মতে প্রথম মছজেদ চিরকাল মছজেদ থাকিবে, উহা কখনও জমির মালিকের

কিম্বা অন্য কাহারও অধিকার ভুক্ত হইবে না। আর এমাম আবু ইউছফের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে. যেরূপ সমস্ত ফেক্‌হের কেতাব ও তফছিরে আহমদী হইতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

তফছির-আহমদী, নূতন ছাপা, ১৭ পৃষ্ঠা —

"জামায়েল-ফাতাওয়াতে আছে, একটি মছজেদ উহার অধিবাসিদিগের উপর সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং উহা বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে, ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, তোমরা আমাকে মছজেদটি প্রদান কর, যেন আমি উহা আমার গৃহের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইতে পারি এবং আমার বাটীর একটি স্থান অন্যদিক হইতে প্রদান করিব, উহাতে তোমাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে, উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণ কর, যতক্ষণ (না) তাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করে এবং তাহাদের উক্ত মছজেদের প্রয়োজন না থাকে, ততক্ষণ তাহাদের উক্ত মছজেদ প্রদান করা উচিৎ নহে। উহা করিলে, সেই মছজেদ তাহাকে প্রদান করাতে দোষ নাই।

কেনইয়া কেতাবে আছে, যে মছজেদে মানুষের প্রয়োজন না থাকে এবং তাহারা উহাতে নামাজ পড়ে না এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বিরান হইয়া গিয়াছে, উক্ত মছজেদ উহার নির্ম্মাণ-কারীর অধিকার ভুক্ত হইবে—যদি জীবিত থাকে, আর যদি সে মরিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার ওয়ারেছের অধিকার ভুক্ত হইবে। ইহা এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ)র মত। আবু-ইউছোফ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা চিরকাল মছজেদ থাকিবে।"

حتى يبنوا مسجدا فيستغنوا عن هذا المسجد فحينئذ لا باس به *

এই এবারতে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, প্রথম মছজেদ থাকা সত্বেও যদি দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, তবে জায়েজ হইবে

এবং দ্বিতীয় মছজেদ শরিয়ত সঙ্গত মছজেদ হইবে, কেননা মুছলমানদিগের অন্য মছজেদের জন্য প্রথম মছজেদের অপ্রয়োজনীয় হওয়া ঐ সময় হইবে—যখন প্রথম মছজেদের বর্ত্তমানে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা যায় এবং সমস্ত লোক দ্বিতীয় মছজেদেনামাজ পড়িয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি প্রথম মছজেদের বর্ত্তমানে প্রত্যেক অবস্থাতে দ্বিতীয় মছজেদের নির্ম্মাণ নাজায়েজ হইত, তবে তফছিরে আহমদীতে لابأس به (الى) حتى يبنوا مسجدا এই এবারত কেন বর্ণনা করিতেন ?

আরও যদি প্রত্যেক অবস্থাতে একাধিক মছজেদ নাজায়েজ হইত এবং উহাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি হইত, তবে সমস্ত হিন্দুস্থান বঙ্গ ও পাঞ্জাবে পরবর্ত্তী মছজেদগুলি নাজায়েজ হইত।

এলমের কেন্দ্রস্থল যে দেওবন্দ তথায় ছাতাওয়ালি মছজেদের পরে মাদ্রাছার মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে এইরূপ ছাহারানপুরের মাজাহারোল-উলুম মাদ্রাছার নিকট দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, সমস্ত লোকে তথায় নামাজ পড়িয়া থাকেন, যাহার মধ্যে বড় বড় আলেমও শরিক হইয়া থাকেন, এইহেতু দ্বিতীয় মছজেদ শরয়ি মছজেদ, বিনা কারাহিএত উহাতে নামাজ জায়েজ। আর প্রথম মছজেদ কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজেদ থাকিবে, উহার সম্মান করা ওয়াজেব, এইহেতু মাওলানা আবদুল আজিজ জৌনপুরের কারামতিয়া মাদ্রাছার মোদারে´ছ যে জওয়াব লিখিয়াছেন, উহা একেবারে ছহিহ ও দোরস্ত।

মাওলানা রহিমদ্দিন ফএজাবাদী
জৌনপুর মাদ্রাছার আলিয়া কারামাতিয়ার মোদারে´ছ।

এই পর্য্যন্ত গেল উক্ত কেতাবের অনুবাদ।

আমাদের বক্তব্য ;—

মুফতি সাহেবদ্বয় দলীল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করার যে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন, যদি উহাতে সমস্ত বঙ্গ ও আসামের মুছলমানদিগের ভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত, তবে আমি এই অপ্রিয় সত্য কথা আলোচনা করিতে বাধ্য হইতাম না।

দ্বিতীয় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাঁহারা জইফ রেওয়াএত প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া নিরক্ষর লোকদিগকে গোমরাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তী মুফতিগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই জইফ রেওয়াএত হজম করিয়া ফেলিলেন, একটু উচ্চবাচ্য শব্দও করিলেন না।

আরও বিস্ময়কর বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী মুফতিগণ এরূপ উদ্ভট মত প্রচার করিয়াছেন, যাহা দুনইয়ার প্রাচীন কোন আলেম প্রকাশ করেন নাই।

যদি বঙ্গদেশে তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি ধরার কোন যোগ্য আলেম না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যাহা তাহা মত প্রচার করিতে সুযোগ পাইতেন, কিন্তু ইহা তাহাদের জানা কর্ত্তব্য যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে প্রত্যেক অঞ্চলে ভ্রান্তিমূলক মত ধরিয়া দিবার বহু আলেম পয়দা করিয়াছেন, এলম খাস হিন্দুস্থানের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের ভাগ্যে এলম নির্দ্ধারিত হয় নাই, এমন কথা কোন দলীলে আছে কি?

মুফতি ছাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা বলিয়াছেন যে, যে মছজেদে ৪১ বৎসর সমস্ত লোকের এক যোগে নামাজ পড়া হইয়াছে, তাহা কিরূপে জেরার হইবে এবং উহাতে নামাজ পড়া কিরূপে মকরুহ হইবে?

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোবা মছজেদের বিপরীতে যে মছজেদে জেরার প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যদি তথাকার লোকেরা

৪১ বৎসর তথায় একযোগে নামাজ পড়িতেন, তবে কি উহা জায়েজ মছজেদ হইয়া যাইত ?

আর যে মছজেদে একযোগে ৪১ বৎসর নামাজ হইতেছিল, যদি উহার এজনে-আম বাতীল করিয়া দেওয়া হয়, তবে কি উহাতে জুমা জায়েজ হইবে ?

আমাদের দাবি এই যে, জায়েজ মছজেদে এক ওয়াক্ত নামাজ হইলেও উহা জায়েজ থাকিবে, আর নাজায়েজ মছজেদে ৪১ হাজার বৎসর এক যোগে নামাজ হইলেও উহা নাজায়েজ হইবে। যদি মুফতিদের শক্তি থাকে, তবে এই সত্য দাবী রদ করুন।

"যেহেতু সাধারণ লোকদের গণ্ডোগোল ও স্ত্রীলোকেদের আওয়াজ পুরাতন মছজেদে শুনা যায়, এই হেতু উহা অন্যত্রে লইয়া যাওয়া উচিৎ।"

মুফতি ছাহেব ইহা মুখের কথা বলিলেন, না ইহার দলীল কোরআন, হাদিছ, ও ফেকাহের কেতাবে আছে ? যতক্ষণ এই কথার দলীল পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ বুঝিব, তাঁহারা এইরূপ বেদলীল কথা বলিয়া অজ্ঞ সমাজকে গোমরাহ করিতেছেন।

কোরআন শরিফের,

ما كان صلوتهم عند البيت الا مكاء وتصدية *

এই আয়তে বুঝা যায় যে, কোরাএশগণ খানায় কাবার নিকট হাতে তালী দিতেন ও সিটি বাজাইতেন। এস্থলে খোদা ও রাছুল হুকুম জারি করিতে পারিতেন যে, এই গণ্ডগোলের জন্য মক্কার ঘর স্থানান্তরিত করিতে হইবে। যদি এই মুফতি সাহেব তথায় থাকিতেন, তবে নাজানি বায়তুল্লাহ শরিফের অদৃষ্টে কি ঘটিত।

বেনারশে একস্থলে মুছলমানদিগের মছজেদ, উহার সংলগ্ন হিন্দুদের মন্দির, মগরেবে একদিকে মুছলমানেরা নামাজ পড়িয়া

থাকেন, অপর দিকে হিন্দুদের পুরহিতেরা ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন. মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া ঠিক হইলে, উক্ত মছজেদ স্থানান্তরিত করা হইল না কেন ?

রেললাইনের ধারে যত মছজেদ আছে, উহার বিকট শব্দের জন্য মুফতি ছাহেবের মতে এইরূপ সমস্ত মছজেদ স্থানান্তরিত করা উচিত হইবে কি ?

বন্দর, বাজারের মধ্যে যত মছজেদ আছে, সমস্তই লোকজনের হাঙ্গামার জন্য স্থানান্তরিত করা উচিত হইবে কি ?

কোরআন শরিফের ছুরা বাকারার ১৪ রুকুতে আছে ;—

و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها *

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা প্রধান অত্যাচারি আর কে আছে ?"

আয়তের শেষাংশে আছে ;—

لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخرة عذاب اليم *

"তাহাদের জন্য দুনইয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য আখেরাতে যন্ত্রনাদায়ক আজাব আছে"। মছজেদ বিরাণের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম-মছজেদকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা। দ্বিতীয়-প্রচলিত মছজেদকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা। তফছিরে-জালালাএন, ১৫ পৃষ্ঠা :—

(وسعى فى خرابها) بالهدم و التعطيل *

"উক্ত মছজেদ সকল বিরাণ করিতে চেষ্টা করিল।

বিরাণ করার অর্থ ভাঙ্গিয়া ফেলা কিম্বা বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।"

তফছিরে-বয়জবী, ১।১৮২ পৃষ্ঠা :—

(وسعى في خرابها) بالهدم او التعطيل *

"মছজেদ বিরানের অর্থ ধ্বংস করা কিম্বা বেকার অবস্থায় রাখা।"

হাশিয়ায়-জোমাল, ১।৯৭ পৃষ্ঠা :—

فالمعنى سعى فى ان تخرب هي بنفسها بعدم تعاهد ما بالعمارة *

"উহার অর্থ উক্ত মছজেদগুলি আবাদ করিতে তত্ত্বাবধান না করায় তৎসমস্ত বিরাণ হইয়া যায়।"

তফছিরে কাশ্শাফ, ১।২৩০ পৃষ্ঠা :—

(وسعى فى خرابها) بانقطاع الذكر او تخريب البنيان *

"বিরাণ করার অর্থ জেকর (নামাজ বন্দেগী) রহিত হওয়া কিম্বা উহার এমারত ধ্বংস করা।"

তফছিরে ছেরাজোল-মনির, ১।৮৪ পৃষ্ঠা :—

(وسعى فى خرابها) بالهدم او التعطيل *

মছজেদ বিরাণ করার অর্থ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা কিম্বা বেকার অবস্থায় রাখা"

তফছিরে-রুহোল-বয়ান, ১।১৪২ পৃষ্ঠা :—

فالمراد بالخراب فى قوله و سعى فى خرابها تعطيلهم المسجد الحرام عن الذكر والعبادة دون تخريبه و هدمه حقيقة و جعل تعطيل المسجد عنهما تخريبا له لان المقصود من بنائه صار كانه هدم وخرب اولم يبن من اصله فان عمارة المسجد كما تكون ببنائه و اصلاحه تكون ايضاً بحضوره و لزومه *

"আল্লাহ তায়ালা وسعى فى خرابها এই স্থলে যে মছজেদ বিরাণ করার কথা বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য তাহাদের মছজেদোল-হারামকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার রাখা, উহার অর্থ প্রকৃত পক্ষে উহা ধ্বংস করা ও ভাঙ্গিয়া ফেলা নহে। মছজেদকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার করিলেই উহা বিরাণ করা হয়, কেননা উহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহাতে জেকর ও এবাদত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যতক্ষণ উহা প্রস্তুত করার মুখ্য উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত না হয়, ততক্ষণ যেন উহা ধ্বংস ও বিরান করা হইল, কিম্বা উহা আসলে প্রস্তুত হয় নাই, যেরূপ মছজেদ প্রস্তুত করাতে ও সংস্কার করাতে উহা আবাদ করা হয়, সেইরূপ তথায় উপস্থিত হওয়া ও উপস্থিতি লাজেম করিয়া লওয়াতে উহা আবাদ করা হয়।"

রুহোল-মায়ানি ১।২৯৭ পৃষ্ঠা;—

(وسعى فى خرابها) اى هدمها و تعطيلها *

"মছজেদ বিরাণ করার অর্থ ধ্বংস করা এবং উহা বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।"

হাশিয়ায়-শায়খজাদা, ১।৩৯৪ পৃষ্ঠা :—

وجعل تعطيل المسجد منهما تخريبا له لان المقصود من بنائه انما هو الذكر و العبادة فيه فما دام يترتب عليه هذا المقصود كان معمورا و اذا لم يترتب ما هو المقصود من بنائه صار كانه هدم و خرب *

"আল্লাহ তায়ালা মছজেদকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার রাখাকে উহা বিরাণ করা স্থির করিয়াছেন, কেননা উহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহাতে জেকর ও এবাদত করা। যত দিবস এই উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত হয়, তত দিবস উহা আবাদ থাকিবে।

আর যখন এই প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত না হয়, তখন যেন উহা বিধ্বস্ত ও বিরাণ করা হইল।"

এইরূপ তাজোত্তাফাছিরের ২৩ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১।৫৫ পৃষ্ঠায়, বাহারোল মুহিতের ১।৩৫৮ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-বায়ানের ১।১৬৬ পৃষ্ঠায়, ও আহকামোল-কোরাণের ১।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেব বায়ানোল-কোরাণের ১ ?? পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالی کی مسجدوں میں (جس میں مکہ کی مسجد مدینہ کی مسجد بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجد آگئیں) ان کا ذکر (اور عبادت) کئے جانے سے بندش کرے اور ان (مساجد) کے ویران (اور معطل) ہونے (کے بارہ) میں کوشش کرے *

"আর উক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী আর কে হইবে যে, খোদাতায়ালার মছজেদগুলিতে (যাহার মধ্যে মক্কার মছজেদ, মদিনার মছজেদ, বয়তুল মোকাদ্দেছের মছজেদ এবং সমস্ত মছজেদ শামেল হইয়া গেল) তাঁহার জেকর ও এবাদত করা হইতে নিষেধ করে এবং উক্ত মছজেদগুলির বিরাণ ও বেকার হওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করে।"

খোলাছাতোত্তাফাছির, ১।২৬ পৃষ্ঠা ;—

اور بربادي مسجد مستلزم ہے منع کو یعنی جب مسجد منہدم اور ویران ہو گئي نماز اس میں نہ پڑھي جائیگي منع ذکر خود بخود لازم آئیگا اور خرابی عام ہے انہدام اور انسداد سے ہو یا بوجہ ترک نماز و آذان و جماعت یا کسي اور طرح سے اور یہ سب امور ممنوع ہیں *

"আরও মছজেদ বিরাণ হওয়াতে নিষেধ করা লাজেম হইয়া পড়ে অর্থাৎ যখন মছজেদ ধ্বংস ও বিরাণ হইয়া যায়, তখন উহাতে নামাজ পড়া যাইবে না, ইহাতে আপনা আপনিই জেকর নিষেধ লাজেম হইয়া পড়িবে, বিরানের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, ভাঙ্গিয়া পড়া, দ্বাররুদ্ধ হওয়া, কিম্বা নামাজ, আজান ও জামায়াত ত্যাগকরা কিম্বা অন্যকোন প্রকারে হউক, এই সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ।"

উল্লিখিত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, যে ব্যক্তি কোন মছ-জেদকে বিরাণ ও বেকার করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করে, কিম্বা উহার হুকুম দেয়, সেই ব্যক্তি মহা জালেম, তাহার জন্য আখেরাতে দোজখের কঠিন শাস্তি হইবে।

দিল্লীর মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া :—

سوال

ایک مسجد آباد ہے متولی مسجد اغراض دنیوی کی غرض سے اس مسجد کو توڑ کر سو قدم یا ہزار قدم فاصلہ پر دوسری مسجد بنوائی آیا اس طرح مسجد کو ویران کرنا جائز ہے یا نہیں شخص مذکور آیۂ کریمہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا کے وعید میں داخل ہوگا یا نہیں ؟

الجواب

پہلی قدیم مسجد کو توڑکر دوسری مسجد دوسری جگہہ بنانے والا بہت سخت گناہ کا مرتکب ہوگا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ الآیۃ مصداق بن گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور پہلی قدیم مسجد کو بھی ازسرنو تعمیر کرادے فقط *

حبیب المرسلین عفی عنہ ـ
نائب مفتی مدرسہ امینیہ ـ دھلی

প্রঃ—

একটি মছজেদ আবাদ রহিয়াছে, মছজেদের মোতাওয়াল্লী দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে সেই মছজেদটি ভাঙ্গিয়া একশত কদম কিম্বা এক সহস্র কদম দূরে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিল, এইরূপ মছজেদ বিরাণ করা জায়েজ হইবে কিনা ? উক্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইবে কিনা ? আয়তটি এই—"যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে আছে ?"

উত্তর :—

"প্রথম পুরাতন মছজেদকে ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুতকারী অতি কঠিন গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইল এবং কোর-আন শরিফের নিম্নোক্ত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইল—"কোন ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম যে, আল্লাহ তায়ালার মছজেদ সমূহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।" তাহার পক্ষে ওয়াজেব এই যে, সে যেন এই গোনাহ হইতে তওবা করে এবং প্রথম পুরাতন মছজেদকে নূতনভাবে প্রস্তুত করে।"

হাবিবোল মোরছালিন
দিল্লীর মাদ্রাছা আমিনিয়ার সহকারী মুফতি।

এক্ষণে ছাহারান পুরের মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া শুনুন ;—

جو مسجد کہ شرعاً مسجد بن چکی ہے اسکو بلا ضرورت شدیدہ منہدم کرنا جائز نہیں اور ضرورت شدیدہ مثلا تنگی اور کہنگی وغیرہ کی وجہ سے توڑ کر از سر نو

تعمیر کرنا جائز ھے ۔ لیکن ویران کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ۔ لقولہ تعالیٰ و من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا الخ قال البیضاوی تحت قولہ مساجد اللہ عام لکل من خرب مسجدا او سعی فی تعطیل مکان موشح للصلوۃ (الی) ان قال تحت قولہ تعالیٰ فی خرابہا بالھدم و التعطیل *

حررہ العبد محمود گنگوھی عفا اللہ عنہ ۔
معین المفتی مدرسہ مظاھر علوم ۔
سہارنپور *

"যে মছজেদটি শরিয়ত অনুযায়ী মছজেদরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে উহা কঠিন জরুরত ব্যতীত ভাঙ্গিয়া ফেলা জায়েজ নহে। কঠিন জরুরত, যথা-স্থান সঙ্কুলান না হওয়া, পুরাতন হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু কোন অবস্থাতে বিরাণ করা জায়েজ নহে, কেনন৷ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দিয়াছে এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে ? বয়জবি প্রণেতা مساجد اللہ এর তফছিরে বলিয়াছেন, যে কেহ কোন মছজেদ বিরাণ করিয়াছে এবং নামাজের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই হুকুম ব্যাপক হইবে। আরও তিনি فی خرابہا এর তফছিরে বলিয়াছেন, বিরাণ করার দুই অর্থ হইবে যথা ভাঙ্গিয়া ফেলা ও বেকার অবস্থাতে ত্যাগ করা।"

মাহমুদ গাঙ্গুহী,
সহঃ মুফতি মাদ্রাছা মাজাহেরোল-উলুম
ছাহারান পুর

দেওবন্দ ওকলিকাতা মাদ্রাছার মুফতিদ্বয়ের ফৎওয়া শুনুন —

کسی مسجد کو ویران کرنا بلا شبهه ومن اظلم ممن مساجد الله ان یذکر فیها اسمه الآیة کے اندر داخل وحرام هے ۔ جو جگهه ایک مرتبه مسجد بن گئی وه همیشه کے لئے مسجد هے اسکا حفاجت مسلمانون پر واجب هے *

کتبه احقر محمد شفیع غفرله

خادم دار الافتاء دار العلوم دیوبند *

الجواب صحیح

(شمس العلماء) محمد یحیی عفی عنه ۔

(هیڈ مولوی مدرسه عالیه کلکته)

"কোন মছজেদ বিরাণ করা বিনা সন্দেহে و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه الخ

উক্ত আয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম কার্য্য। যেস্থানে একবার মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা চিরকালের জন্য মছজেদ থাকিবে, উহার রক্ষণা-বেক্ষণ করা মুছলমানদিগের উপর ওয়াজেব।

(মাওলানা) মোহাম্মদ শাফি
খাদেম-দারোল-এফতার
দারোল-উলুম দেওবন্দ।

(মাওলানা মোহঃ এহইয়া।
শামছোল ওলামা
হেড মৌলবি কলিকাতা
মাদ্রাছা আলিয়া)

মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

چه جائیکه مسجد قدیم کي دیواریں وغیره قائم هیں اور آبادی میں واقع هے ایسی مسجد کو منهدم کرنا اور اُس کا اسباب دوسري مسجد میں نقل کرنا کسی طرح سے نهیں درست هوگا بلکه منهدم کرنے والا اسکا داخل وعید شدید کلام الله کا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان

يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها هو گا *

আর যখন পুরাতন মছজেদের প্রাচীরগুলি স্থায়ী থাকে এবং উহা লোকালয়ে থাকে, তখন এইরূপ মছজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার আছবাব পত্র অন্য মছজেদে লাগান কোন প্রকারে জায়েজ হইবে না, বরং উহার ভগ্নকারী নিম্নোক্ত আয়তের কঠিন শাস্তির লক্ষ্যস্থল হইবে। আয়তটি এই "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করে এবং উহা বিরাণ করার চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে আছে ?"

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহের এমদাদোল-ফাতওয়ার তাতেম্মায়-ছানিয়ার ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ایک مسجد کا قصداً منهدم کرنا دوسری مسجد کے لئے کسی طرح جائز هو سکتا هے *

"অন্য মছজেদের জন্য স্বেচ্ছায় একটি মছজেদকে নষ্ট করা কিরূপে জায়েজ হইতে পারে ?"

উপরোক্ত বড় বড় জগদ্বিখ্যাত মুফতি ছাহেবগণের ফওয়াতে প্রমাণিত হইল, পুরাতন মছজেদ বিরাণ করিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা হারাম।

আর জৌনপুরের কারামতিয়া মাদ্রাছার মাওলানা আবদুল আজিজ ও মাওলানা রহিমদ্দিন ফএজাবাদী ছাহেবদ্বয় কোরআনের আদেশের বিপরীতে সামান্য একটু গণ্ডগোলের জন্য মছজেদ বিরাণ করিতে ফৎওয়া দিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে গোমরাহ করার চেষ্টা করিলেন কি না ?

মুছলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান দলীল কোরআন শরিফ, কোরআনে যাহা হারাম প্রমাণিত হয়, উহা কোন দলীলে হালাল হইতে পারে না। দ্বিতীয় দলীল হাদিছ, কোরআনের পরে হাদিছ অগ্রগণ্য, হাদিছের পরে এমামগণের এজমা ও কেয়াছি মছলা।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ছাহেব ফাতাওয়ায় আজিজীর ১/২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন. এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে ইহা হালাল হইবে না যতক্ষণ (না) উহার দলীল কোর-আন, হাদিছ এজমা ও স্পষ্ট কেয়াছ হইতে অবগত হইতে পারে। এমাম আজমের প্রবর্ত্তিত নিয়ম এই যে চারিটি দলীল হইতে ফেকাহ গ্রহণ করিতে হইবে, প্রথম আল্লাহতায়ালার কোরআন, দ্বিতীয় নবি (ছাঃ) এর হাদিছ. তৃতীয় এক জামানার মোজতাহেদগণের এজমা, চতুর্থ কেয়াছ, যে স্থলে কোরআন ও হাদিছের প্রমাণ না থাকে। যে ব্যবস্থা কোরআন ও হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, উহা কোরআন ও হাদিছ ব্যতীত অন্য দলীল দ্বারা মনছুখ হইতে পারে না। কোরআন ও হাদিছের বিপরীত এজমা ও কেয়াছ বাতীল।"

এক্ষণে ইহাই আলোচনা করা হউক যে আমাদের এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্য এমাম আবু ইউছোফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) প্রচলিত মছজেদ বিরাণ করার আদেশ দিয়াছেন কিনা? ফেকহের কেতাবে কোন স্থানে এইরূপ আদেশের কথা নাই। কিরূপে তাঁহারা কোরআনের বিপরীত আদেশ দিতে পারেন? কোরআন ত বড় কথা এমাম ছাহেব হাদিছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, اذا صح الحديث فهو مذهبي শামী, ১ পৃষ্ঠা তাঁহার মতের বিপরীত কোন ছহিহ হাদিছ পাওয়া গেলে, তিনি বলিয়াছেন, যদি হাদিছ ছহিহ হয়, তবে তাহাই আমার মজহাব হইবে।

যখন হাদিছের বিপরীত ফেকহের কোন মছলা পরিলক্ষিত হইলে. উহা পরিত্যক্ত হয়, তখন কোরআনের বিপরীত ফেক্‌হের মছলা কিরূপে গ্রহণীয় হইবে?

ফএজাবাদী মওলানা রহিমদ্দীন ছাহেব কেনইয়া কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, —

"যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি বিরাণ হইয়া যায়, লোকেরা উক্ত মছজেদে নামাজ পড়া ত্যাগ করিয়া থাকে এবং লোকদিগের উহাতে প্রয়োজন না থাকে, এক্ষেত্রে যদি উহার প্রস্তুতকারী জীবিত থাকে, তবে তাঁহার, নচেৎ তাঁহার ওয়ারেছের অধিকারভুক্ত হইবে, ইহা এমাম আবু হানিফা ও এমাম মোহম্মদের মত, আর এমাম আবু ইউছোফ বলিয়াছেন, উহা চিরকাল মছজেদ থাকিবে।"

মাওলানা এস্থলে জইফ রেওয়াএত উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা শামীর ১।৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, —

لا يجوز الافتاء (الى) لنقل الاقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدى *

জইফ মতগুলি বর্ণনা করার জন্য জাহেদীর কিনইয়া কেতাবের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না। এ সম্বন্ধে ছহিহ মত তনবিরোল আবছারে এইরূপ আছে—

و لو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى مسجدا عنده الامام و الثانى و به يفتى *

"যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বিরাণ হইয়া যায় এবং উহার প্রয়োজন না থাকে তবে এমাম আজম ও এমাম আবু ইউছোফের নিকট উহা চিরকাল মছজেদ থাকিবে, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, গ্রাম জনশূন্য হইয়া গেলে, যদি তথায় কোন মুছলমান না থাকে, এবং এইজন্য একটি মছজেদ বিরাণ হইয়া থাকে, তবে কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা মছজেদ থাকিবে, উহা কাহারও অধিকার ভুক্ত হইবে না। ইহা এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছফের মত, এবং ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।

যখন আপনা আপনি যে মছজেদ বিরাণ হইয়া যায়, তাহার এই হুকুম হইল, তখন চলিত মছজেদ বিরাণ করা তাঁহাদের মতে কিরূপে জায়েজ হইবে ?

এক্ষণে এমাম মোহাম্মদের মত শুনুন ;—

আলমগিরি মিছরি ছাপা, ২ ৪৪৪ পৃষ্ঠা,—

ولو كان مسجد فى محلة ضاق على اهله و لا يسعهم ان يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسجد له ليد خله فى داره و يعطيهم مكانا عوضاً ما هو خيرله يسع فيه اهل الملة قال محمد رحمة الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا فى الذخيرة *

' যদি কোন মহল্লাতে এরূপ একটি মছজেদ থাকে যে, তথাকার অধিবাসীদিগের পক্ষে উহাতে স্থান সঙ্কুলান না হয় এবং তাহারা উক্ত মছজেদের আয়তন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম না হয়, এই হেতু কোন প্রতিবেশী তাহাদের নিকট আবেদন করে যে, তাহারা যেন উক্ত মছজেদটি তাহার অধিকারভুক্ত করিয়া দেয়—যাহাতে সে ব্যক্তি উহা আপন বাটীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে এবং তৎ পরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি তাহাদিগকে তদপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিবে—তন্মধ্যে মহল্লাবাসীদিগের স্থান সঙ্কুলান হইবে। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে জায়েজ হইবে না। এইরূপ জখিরা কেতাবে আছে। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার মছজেদ বিরাণ যেরূপ কোরআন শরিফে হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের মজহাবের তিন এমামের মতে হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। আর জৌনপুরের কারামতিয়া মাদ্রাছার মোদারেছবয় তফছিরে আহমদী হইতে জামেয়োল-ফাতাওয়ার যে একটি জেন্দা মছজেদ অন্যের অধিকারে ছাড়িয়া দিয়া বিরাণ করার ফৎওয়া দিয়াছেন, উহা যে কোন্ লোকের ফৎওয়া, তাহা জানা যায় না।

এস্থলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ;—

(১) আল্লামা শেহাবদ্দিন ছৈয়দ মাহমুদ আলুছি তফছিরে রুহোল-মায়ানি'র ৩।১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ছুরা তওবার ৫ রুকুর আয়ত ;—

* اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله

"তাহারা (য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা) খোদাকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে 'রব' স্থির করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা বিদ্বান ও তাপসগণের তাবেদারি করিয়া আল্লাহ তায়ালা যাহা হালাল করিয়াছেন, তাহা হারাম জানিত এবং যাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন, তাহা হালাল জানিত।

হজরত নবি (ছাঃ) হইতে এইরূপ তফছির উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়ত অনেক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে :- যাহারা নিজের বিদ্বান ও নেতাদিগের কথার জন্য খোদার কোরআন ও নবি (ছাঃ) এর হাদিছ ত্যাগ করিয়া থাকে। সত্য মতের তাবেদারি করা সমধিক উপযুক্ত। যখনই উহা প্রকাশিত হয়, মুছলমানদিগের উপর উহার অনুসরণ করা ওয়াজেব, যদিও নিজ এমামের এজতেহাদ উহাতে ভুল করিয়া থাকে।"

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেব বায়ানোল কোর-আনের ৪।১১০ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন :—

"য়িহুদী ও নাছারাগণ খোদার তাবেদারির তওহিদ ত্যাগ করিয়া তাবেদারির হিসাবে নিজেদের বিদ্বান ও পীরগণকে 'রব' বানাইয়াছিল, হালাল ও হারাম করা সম্বন্ধে খোদার তাবেদারির তুল্য তাহাদের তাবেদারি করিত, খোদার আদেশ অপেক্ষা তাহা-দের কথাকে বলবৎ স্থির করিত।

এইরূপ তাবেদারি করা সম্পূর্ণ (গায়রোল্লাহর) এবাদত হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআনের আয়তের বিপরীতে কোন লোকের ফৎওয়া মানিয়া লওয়া হারাম।

(২) আল্লামা শামী রদ্দোল মোহ্তারের ১।৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

صرحوا من ان ما فى المتون مقدم على ما فى الشروح
وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى *

"ফকিহগণ প্রকাশ করিয়াছেন, মতনের কেতাবগুলির উল্লিখিত মছলা শরহ উল্লিখিত মছলা অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে, সরাহ উল্লিখিত মছলা ফাতাওয়া উল্লিখিত মছলা অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে।"

মতনের কেতাবগুলিতে মছজেদ বিরাণ করা ও স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ বলিয়া লিখিত আছে, কাজেই মাজমায়োল-ফাতাওয়ার লিখিত মত বাতিল হইবে।

(৩) মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'এনছাফ' কেতাবের ৮৭।৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"আমি তাহাদের কোন লোককে এইরূপ দেখিয়াছি যে সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, যে সমস্ত লম্বা লম্বা শরাহ ও মোটা মোটা ফৎওয়ার কেতাব পাওয়া যায়, তৎসমস্ত আবু হানিফা ও তাঁহার দুই শিষ্যের কথা, কিন্তু সে ব্যক্তি যাহা প্রকৃত এমামগণের কথা এবং যাহা এমামগণের কথা হইতে অন্যেরা বাহির করিয়াছেন, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না।

আর ফকিহ্‌গণের এই কথার অর্থ বুঝিতে পারে না যে, ইহা করখির তাখ্‌রিজ অনুসারে এবং ইহা তাহাবীর তখরিজ অনুসারে কথিত হইয়াছে। আর সে ব্যক্তি ফকিহ্‌গণের এতদুভয়ের কথার মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না যে, আবু হানিফা এইরূপ বলিয়াছেন এবং আবু হানিফার কথা অনুসারে মছলার এইরূপ জওয়াব হইবে

এবনোল-হোমাম ও এবনোন্নজিমের ন্যায় বিচাক্ষণ হানাফিগণ দহদরদহ, তায়াম্মমের জন্য পানির এক মাইল দূরে থাকার শর্ত ইত্যাদি মছলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা আছহাবগণের তখরিজাৎ ইহা প্রকৃতপক্ষে মজহাবের কথা নহে, এই দিকে লক্ষ্য করে না।"

উপরোক্ত কথায় বোঝা যায় যে, ফাতওয়ার কেতাবের প্রত্যেক কথা এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যগণের মত নহে। এই হিসাবে জামেয়োল-ফাতাওয়ার মত আমাদের এমামগণের মত নহে, উহা গ্রহনীয় হইতে পারে না।

মাজালেছোল-আবরার, ২৪৩ পৃষ্ঠা ;—

"যদি কোন ফেকাহের মছলা উল্লিখিত হয়, তবে উহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। যদি উহার মূল (দলীল) কোরআন, হাদিছ ও এজমা হইতে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হয়, তবে উহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আর যদি উহার দলীল প্রকাশিত না হয়, বরং উহা এজতেহাদি মছলা হয়।

এক্ষেত্রে যদি উহার বর্ণনাকারী মোজতাহেদ হয়েন, তবে যে ব্যক্তি তাঁহার মোকাল্লেদ হয়, তাহার পক্ষে উক্ত মোজতাহেদের তাবেদারি করা ওয়াজেব হইবে।

আর যদি উহার বর্ণনাকারী মোজতাহেদ না হয়েন, বরং মাকাল্লেদ হয়েন, আর তিনি দলীল উল্লেখ না করেন, তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি তাঁহার কথা অছুল (কোরআন হাদিছ, ও এজমা) ও বিশ্বাস যোগ্য কেতাবগুলির মোয়াফেক হয় এবং উহাতে কোন মতভেদ না হয়, তবে উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে। আর যদি তাঁহার কথা অছুল (কোরআন, হাদিছ ও এজমা) ও বিশ্বাস যোগ্য কেতাবগুলির বিপরীত হয়, তবে তাঁহার কথার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হইবে না, কেননা বিদ্বান্‌গণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে কথার ছহিহ হওয়া বুঝা না যায় যদিও উহার

বাতীল হওয়া অবগত না হওয়া যায়, তবু উহার উপর আমল করা জায়েজ নহে। আর যে বিষয়ের বাতীল হওয়া অবগত হওয়া যায় উহার প্রতিও আমল করা জায়েজ হইবে না।"

والمقصود من ذكر الآية انها تدل على ان هدم المساجد و تخريبهما ممنوع و كذا المنع عن الصلوة و العبادة وقد وعد الله عليه و شنع عليه الفقهاء *

স্বয়ং মোল্লা জিউন তফছিরে আহমদীর ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এই আয়ত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, উহাতে প্রমাণিত হয় যে, মছজেদগুলি ধ্বংস করা এবং বিরাণ করা নিষিদ্ধ, এইরূপ নামাজ ও এবাদতে বাধা দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তজ্জন্য (আজাবের) ওয়াদা করিয়াছেন, এবং ফকিহগণ উহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, তফছিরে আহমদীতে জামেয়োল ফাতাওয়া হইতে যে অজ্ঞাতনামা কোন লোকের রেওয়াএত লেখা হইয়াছে, উহা কোরআন ও আমাদের মজহাবের তিন এমামের মতের খেলাফ মত, কাজেই উহা বাতীল।

তফছিরে আহমদী উল্লিখিত মাজমায়োল-ফাতাওয়ার রেওয়াএত যে অগ্রাহ্য ও বাতীল, তাহা উক্ত মাওলানা দ্বয়ের কথায় বুঝা যায়।

মাওলানা আবদুল আজিজ ছাহেব উহার ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

پهلي مسجد کو بیٹهك بنانا ناجائز هے اسلئے كه مسجد اگرچه خراب هو جاوے اور اسكى ضرورت نه بهي هو وه مالك كى ملك كى طرف نهين رجوع هو سكتى وه هميشه كے لئے مسجد هى رهيگى *

"প্রথম মছজেদকে দলুজ বানান জায়েজ নহে, কেন না

মছজেদ বিরাণ হইয়া গেলেও এবং উহার প্রয়োজন না থাকিলেও উহা (জমির) মালিকের অধিকার ভুক্ত হইবে না, উহা চিরকালের জন্য মছজেদ থাকিবে।" তৎপরে তিনি আলমগিরি হইতে উহার দলীল উল্লেখ করিয়াছেন।

মাওলানা রহিমদ্দিন ছাহেব উহার ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اور امام ابو یوسف رح کے قول کے موافق مسجد اول مسجد رهیگی کبھی وہ مالک کی طرف یا اور کسی کی طرف لوٹ نهیں سکتی اور امام ابو یوسف رح کا قول مفتی بہ هے جیسا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے اور تفسیرات احمدیہ سے صاف ظاهر هے *

"আর এমাম্ আবু ইউছুফের মতানুসারে প্রথম মছজেদ মছজেদ থাকিবে, কখন উহা মালিকের কিম্বা অন্য কাহারও অধিকার ভুক্ত হইতে পারিবে না, আর এমাম আবু ইউছুফের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে, যেরূপ সমস্ত ফেকাহর কেতাবে এবং তফছিরে আহমদী হইতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।"

"এক্ষণে দেখিলেন ত, তফছিরে আহমদী উল্লিখিত মাজমায়োল ফাতাওয়ার রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, জেন্দা মছজেদকে অন্য লোকের অধিকার ভুক্ত করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

আর উক্ত মাওলানাদ্বয় বলিয়াছেন, মছজেদ বিরাণ হইয়া গেলেও কাহারও অধিকার ভুক্ত হইতে পারিবে না, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই মাওলানাদ্বয় উক্ত মাজমায়োল-ফাতাওয়ার মতকে বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা যে রেওয়াএতটি অগ্রাহ্য স্থির করিয়াছেন, উহা লোক-দিগকে মান্য করার ফৎওয়া দিলেন কিরূপে? তৎপরে মাওলানা রহিমদ্দিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদি প্রত্যেক অবস্থাতে একাধিক মছজেদ নাজায়েজ হইত এবং উহাতে নামাজ পড়া মকরূহ

তহরিমি হইত, তবে হিন্দুস্থান, বঙ্গ ও পাঞ্জাবের বহু মছজেদে, দেওবন্দের ও ছাহারানপুরের দ্বিতীয় মছজেদে নামাজ নাজায়েজ হইত, অথচ তথায় বড় বড় আলেম নামাজ পড়িয়া থাকেন।

আমাদের উত্তর :—

প্রত্যেক অবস্থাতে একাধিক মছজেদ নাজায়েজ হওয়ার দাবি কেহ করেন নাই, এস্থলে আলোচ্য বিষয় হইতেছে একটি মছজেদ নষ্ট করিয়া অন্য মছজেদ করা কি তাহাই লইয়া, কাজেই এস্থলে দেওবন্দ ও ছাহারানপুরের দ্বিতীয় মছজেদের কথা উপস্থিত করা একেবারে অবান্তর কথা হইল। দাবি একরূপ দলীল অন্যরূপ হইল, ইহাকে قياس مع الفارق বলা হয়।

পাঠক আসুন, মুফতিদের ফাতাওয়ার দ্বিতীয় অংশের আলোচনা করা হউক। চলিত মছজেদ বিরাণ করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা নাজায়েজ ও জেরার মছজেদ হইবে কি না? উহাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হইবে কি না?

কোরআন শরিফ ছুরা তওবা :—

و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحسني والله يشهد انهم لكاذبون *

"আর যাহারা ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে, কোফর উদ্দেশ্যে, ঈমানদার-দিগের মধ্যে ভেদ বৈষম্য সৃষ্টি উদ্দেশ্যে ও যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষা উদ্দেশ্যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছে, আর তাহারা শপথ করিয়া বলে যে, আমরা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কামনা করি নাই। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী।"

এই আয়তে খোদাতায়ালা চারিটি কারণে মছজেদ নাজায়েজ হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, দ্বিতীয় ও চতুর্থ কারণ খাস কাফেরদের রীতি, প্রথম ও তৃতীয় কারণ কাফের ও মুছলমানদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষবি মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।১৫৬।১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এস্থলে দুইটি আপত্তি করা হয়, উভয়টি অগ্রাহ্য, প্রথম আপত্তি এই কারণে অগ্রাহ্য যে, জেরারের হুকুম খাস হওয়া দলীলহীন দাবি, প্রাচীন কোন আলেম, ফকিহ হউন, মোফাছছের হউন. আর মোহাদ্দেছ হউন, উহা খাস হওয়ার মত ধারণ করেন নাই, বরং প্রত্যেক আম খাস লোক উহা ব্যাপক হওয়ার মত ধারণ করিয়াছিলেন, বিনা দলীলে কেবল সন্দেহ (احتمال) হেতু খাস হওয়ার দাবি মরদুদ (বাতীল)।

দ্বিতীয় আপত্তি এই কারণে অগ্রাহ্য হইবে যে. যদিও মছজেদে জেরারের নির্ম্মাণ কারিগণ যাহাদের সম্বন্ধে কোরআন নাজেল হইয়াছিল তাহারা মোনাফেক ছিল, কিন্তু কোন বিশিষ্ট কারণে নাজেল হইলেও উহা খাস বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না. বরং শব্দের ব্যাপক ভাব ধর্ত্তব্য হইবে. ইহা সমস্ত কেতাবে লিখিত আছে, এই হিসাবে এই হুকুম ব্যাপক (عام) হইবে।

এক্ষণে প্রথম কারণ ضرارا (ক্ষতিসাধন) এই শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

তফছিরে কবির, ৪।৫১৭ পৃষ্ঠা :—

قال الواحدى قال ابن عباس و مجاهد وقتادة و عامة اهل التفسير رضى الله عنهم الذين اتخذوا ضرارا كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"ওয়াহেদী বলিয়াছেন, এবনো-অব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছির কারক (রঃ) বলিয়াছেন, যাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তদ্দারা মছজেদে-কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে।"

তফছিরে-এবনো-জরির, ১১।১৬ পৃষ্ঠা ;—

فتاويل الكلام و الذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلي الله عليه و سلم *

অর্থ "আর যাহারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মছজেদের অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।"

তফছিরে-নায়ছাপুরী, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و عامة اهل التفسير كانوا اثنى عشر رجلا بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

'এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছির কারক বলিয়াছেন, তাহারা ১২ জন লোক ছিল, এই উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যদ্দারা তাহারা মছজেদে কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে।"

তফছিরে-মায়ালেম ও খাজেন, ৩২২০ পৃষ্ঠা ;—

نزلت هذه الآية في جماعت من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"এই আয়ত একদল মোনাফেকের জন্য নাজেল হইয়াছিল, তাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যেন তদ্দারা মছজেদে কোবা'র ক্ষতি সাধন করিতে পারে।"

তফছিরে-মোজহারি, ছুরা তওবা, ৭২ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن اسحاق و كان الذين بنوا اثني عشر رجلا بنوا هذا المسجد يضارون به مسجد قبا *

"এবনো এছহাক বলিয়াছেন, যাহারা উক্ত মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা বারজন লোকছিল, তাহারা উক্ত মছজেদ এই

উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দারা মছজেদে কোবা'র ক্ষতি সাধন করে।"

আহকামোল-কোরআন, ১।৪১৪ পৃষ্ঠা :—

قال المفسرون ضرارا بالمسجد *

"তফছির কারকগণ উহার অর্থে বলিয়াছেন, মছজেদের অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে (উহা প্রস্তুত করিয়াছিল)।"

এমাম ওয়াহেদী তফছিরে আজিজের ১।৩৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

و كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا و هو قوله ضرارا *

"আর বারজন মোনাফেক এই উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দারা তাহারা মছজেদে কোবার ক্ষতি সাধন করে, ইহাই ضرارا (জরারাণ) শব্দের অর্থ।"

তাজোত্তাফার, ১২৮ পৃষ্ঠা :—

(ضرارا) مضارة لمسجد قبا *

"মছজেদে-কোবা'র অনিষ্ট সাধনের জন্য (উহা প্রস্তুত) করিয়াছিল)।"

তফছিরে হাক্কানি, ৪।২১৮ পৃষ্ঠা :—

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا الخ كه اسلام اور مسجد تقوى كو ضرر پهونچانے.................. ايك مسجد جديد بنائى تهى *

"(তাহারা) ইছলাম ও মছজেদে-তাক্ওয়ার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একটি নুতন মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।"

খোলাছাতোত্তাফাছির, ২।২৮৭ পৃষ্ঠা :—

ضرار سے ضرر مسجد قبا مراد هے كه اوسكي جماعت توڑے يا ضرار مؤمنين و اسلام مراد هے *

"জেরারের অর্থ মছজেদে-কোবার ক্ষতি সাধন, যেন উহার জামায়াত ভঙ্গ হয় কিম্বা ঈমানদারগণ ও ইছলামের ক্ষতি।"

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৩।৩৬০ পৃষ্ঠা, তফছিরে জেরাজোল-মনির ১।৬৫০ পৃষ্ঠা ও তফছিরে মায়ালেম ও খাজেন, ৩।১২১ পৃষ্ঠা;

عن عطاء لما فتح الله تعالى الامصار على عمر رضى الله عنه امر المسلمين ان يبنوا مساجد و ان لا يتخذوا فى مدينة مسجدين يضار احد هما و صاحبه *

"আতা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সময় আল্লাহতায়ালা শহর গুলিকে (হজরত) ওমার (রাঃ)র অধিকার ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সে সময় তিনি মুছলমানদিগের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন মছজেদ সকল প্রস্তুত করেন এবং এক শহরে এইরূপ দুইটি মছজেদ প্রস্তুত না করেন যে, একটি অন্যটির ক্ষতি সাধন করে।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অধিকাংশ তফছির-কারকের, বিশেষতঃ হজরত এবনো আব্বাছের মতে যে মছজেদ প্রস্তুত করিলে, অন্য মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি হয়, উহাই মছজেদে-জেরার।

হজরত ওমার (রাঃ) মছজেদে-জেরারের ঐরূপ অর্থ স্থির করিয়া বলিয়াছেন, এক শহরে যেন এইরূপ দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত না করা হয় যাহাতে প্রথম মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি হয়।

তফছিরে-দোরে'ল-মনছুর, ৩।২৭৭ পৃষ্ঠা :—

قال كان اهل قباء كانوا يصلون فى مسجد قبا كلهم فلما بنى ذلك القصر عن مسجد قباء من كان يحضره و صلوا فيه *

"ছোদি বলিয়াছেন, কোবা-অধিবাসিগণ সকলেই কোবার মছজেদে নামাজ পড়িত, তৎপরে যখন উক্ত নূতন মছজেদ নির্ম্মাণ করা হইল, তখন যাহারা প্রথমোক্ত মছজেদে উপস্থিত হইত উক্ত

মছজেদ ত্যাগ করতঃ নুতন মছজেদে নামাজ পড়িতে লাগিল।"

ইহাতেও মছজেদে-জেরারের উক্ত মর্ম্ম ছহিহ হওয়া সমর্থিত হয়। আর জামায়াতের ক্ষতি হইলে, মুছলমানদিগের শক্তি এবং একতা খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং ইছলামের অবনতি হয়, ইহা উহার লাজেমি অর্থ, এই হেতু বয়জবি, আহমদী ইত্যাদিতে এই লাজেমি অর্থের হিসাবে লিখিত হইয়াছে যে; মুছলমানদিগের বা ইছলামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা মছজেদে জেরার।

যে মছজেদ অন্য মছজেদের অনিষ্ট সাধন ও জামায়াত খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়, উহা যখন মছজেদে জেরার হইল, তখন যে মছজেদ অন্য মছজেদ একেবারে বিরাণ, উহার আজান নামাজ ও জামায়াত লোপ করিয়া দিয়া প্রস্তুত করা হইল, উহা স্পষ্ট মছজেদে-জেরার, ইহাতে একতিল বিন্দু সন্দেহ নাই।

এক্ষণে মছজেদে জেরারে নামাজ পড়া কি, তাহাই আলোচ্য বিষয়।

কোরআন শরিফে আছে :—

لا تقوم فيه ابدا *

"তুমি (মোহাম্মদ) উহাতে কস্মিন্‌কালে দণ্ডায়মান হইও না।"

তফছিরে-এবনো-কছির, ২।৬৭ পৃষ্ঠা ;—

و قوله لا تقم فيه ابدا نهى له صلي الله عليه و سلم والامة تبع له فى ذلك عن ان يقوم فيه اى يصلى ابدا *

আল্লাহ বলিয়াছেন, তুমি কখনও উহাতে নামাজ পড়িও না, আল্লাহ নবি (ছাঃ) কে উহাতে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন উম্মতেরা এসম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণকারী, তাহারাও উহাতে কখনও নামাজ পড়িতে পারিবে না।"

হাশিয়ার-শাএখজাদা, ১।৩৫৩ পৃষ্ঠা ও তফছিরে-রুহোল বায়ান ১।৯৫০।৮৫১ পৃষ্ঠা ;—

فان قيل كيف قال الله تعالى احق ان تقوم فيه مع ان المفاسد المذكورة تمنع من جواز قيامه في الآخر والجواب ان الكلام مبنى على التنزل والمعنى انه لو جاز القيام في مسجد الضرار لكان القيام في مسجد التقوى احق للسبب المذكور فكيف و القيام فيه باطل *

"যদি কেহ প্রশ্ন করে, আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমরা উহাতে নামাজ পড়া উত্তম, অথচ উল্লিখিত ফাছাদগুলি বিপরীত মছজেদে (অর্থাৎ মছজেদে-জেরারে) নামাজ পড়া নাজায়েজ করিয়া দেয়, ইহা কিরূপে তিনি বলিলেন ?

ইহার জওয়াব এই যে, নাজায়েজ বিষয়কে জায়েজ ধরিয়া লইয়া (على سبيل التنزل) ইহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যদি মছজেদে-জেরারে নামাজ পড়া জায়েজ ধরিয়া লওয়া হইত, তবে, উল্লিখিত হেতুবাদে মছজেদে তাক্‌ওয়াতে নামাজ পড়া সমধিক উপযুক্ত হইত, অথচ যখন ম জেদে-জেরারে নামাজ পড়া বাতীল, তখন কি অবস্থা হইবে ?

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।১৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

بلا شبهه ایں مسجد که بغرض نفسانیت وعداوت و ضرر مسجد قدیم تیار میشود حکم ضرار دارد و چنیں بنا موجب ثواب نیست بلکه باعث نکال میشود *

"বিনা সন্দেহে নফছের স্বার্থ সিদ্ধি ও শত্রুতামূলে ও পুরাতন মছজেদের ক্ষতি উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়। উহা জেরারের হুকুমে দাখিল হইবে। এইরূপ মছজেদ প্রস্তুত করা ছওয়াবজনক কার্য্য নহে, বরং আজাবের কারণ হইবে।

আরও তিনি উহার ২।২১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اگر از بنای مسجد جدید ضرر و تخریب مسجد قدیم باشد هر آینه بنایش منهي عنه باشد *

"যদি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিলে পুরাতন মছজেদ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিরাণ হইয়া যায়, তবে নিশ্চয় উহা প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইবে।"

মাওলানা আবদুর-রউফ দানাপুরী ছাহেব এজহারোল হক কেতাবের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اگر ایك آباد مسجد کو محض ویران کرنے کے خیال سے اسکی تعمیر کیجائیگی تو اس کا حکم مسجد ضرار کا هو جائیگا اور اس میں نماز منع هو جائیگی *

"যদি একটি আবাদ মছজেদকে বিরাণ করার উদ্দেশ্যেই নূতন মছজেদ নির্ম্মাণ করা হয়, তবে উহা মছজেদে জেরারের হুকুম হইবে এবং উহাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হইবে।"

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব তাতেম্মায়-জেলদে ছানি ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ১৩০ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন :

"যেরূপ যদি দ্বিতীয় মছজেদ নিকটবর্ত্তী থাকে, তবে অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন :—

"এই মছজেদের দৃষ্টান্ত এই যেরূপ কাড়িয়া লওয়া কাগজে যদি কোরআন লেখা যায়, তবে না উহার সহিত বে-আদবি করা জায়েজ, না উহা তেলাওয়াত করা জায়েজ।" এস্থলে থানাবী ছাহেব উক্ত মছজেদে নামাজ পড়া নাজায়েজ বলিয়াছেন।"

মাওলানা থানাবী ছাহেব উক্ত নাজায়েজ মছজেদকে ভাঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু মখজানোল-ফাতাওয়ার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

"ছওয়াল, যাহারা দ্বেষ, হিংসা বশতঃ পুরাতন মছজেদের নিকট উহার ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করে, উক্ত নূতন মছজেদের হুকুম কি হইবে?

জওয়াব।

উল্লিখিত ঘটনাতে নূতন মছজেদ মছজেদে-জেরার হইবে এব ভাঙ্গিয়া ফেলা ও বিরাণ করা জরুরি।"

আমি ছুন্নত-অল-জামায়াতে লিখিয়াছিলাম যে, আল্লাহ-তায়ালার জেন্দা মছজেদকে বিরাণ করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

উক্ত কারামতিয়া মাদ্রাছার মাওলানাদ্বয় এই জওয়াবটি ভ্রান্তি মূলক বলিয়া দাবি করিয়াছেন, কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক, এখন বুঝিতে পারিলেন যে, আমার জওয়াব কোরআন শরিফ ও বড় বড় তফছির ও বড় বড় মুফছির অনুমোদিত এবং উক্ত মাওলানা দ্বয়ের ফৎওয়া একেবারে বাতীল।

জৌনপুর কারামতিয়া মাদ্রাছার আর এক মোদারে'ছ (মাওলানা) হাছান মোক্তারার ফৎওয়ার রদ

তিনি উক্ত ফাতাওয়ার ৯।১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

মাওলানা আবদুল আজিজ ছাহেবের ফৎওয়া যে ছহিহ, ইহার প্রমাণ মাওলানা থানাবী ছাহেবের এমদাদোল-ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠার ফৎওয়া হইতে বুঝা যায় যে, পুরাতন মছজেদের ৩০।৭০ কদম দূরে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিলে যদি দ্বেষ হিংসা মূলে না হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে, উহা শরিয়ত সঙ্গত মছজেদ হইবে, উহাতে নামাজ পড়া কিছুতেই মকরুহ হইবে না।

এমদাদোল-ফাতাওয়ার ছওয়াল ও জওয়াব লিখিত হইতেছে :—

ছওয়াল।

কি বলেন, দীনের আলেমগণ ও মুফতিগণ এই মছলা সম্বন্ধে যে, একটি মছজেদ অতি প্রাচীন কালের কছবা হইতে দূরে অবস্থিত

শত বৎসর হইতে তথায় লোকেরা বাসস্থান স্থির করিয়াছেন, উহার ৩০ কদম দূরে একটি নূতন মছজেদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, যদি প্রাচীন মছজেদটি ভাঙ্গিয়া উহার ইট ইত্যাদি নূতন চালু মছজেদে লাগান যায়, তবে জায়েজ হইবে কি না ?

জওয়াব।

যদি পুরাতন মছজেদের প্রয়োজন না থাকে, তবে উহা নূতন মছজেদে লাগান জায়েজ হইবে, নচেৎ উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, কাজেই উহা নূতন মছজেদে লাগান উত্তম হইবে।

শামীর তৃতীয় জেলদের ৩৭২ পৃষ্ঠায় এমাম আবু লোফা ও এনান হোলওয়ানির ফৎওয়া তৎসম্বন্ধে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইহাতে মকরুহ না হওয়া বুঝা যায়, ইহাতে এক মহাল্লাতে একাধিক মছজেদ জায়েজ হওয়া বুঝা যায়।

আমাদের বক্তব্য :—

ফাতাওয়ার ছওয়াল একরূপ ছিল, জওয়াব অন্য রূপ দেওয়া হইয়াছে, ছওয়াল ছিল—একটি জেন্দা মছজেদকে স্বনইয়াবি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিরাণ করিয়া দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা কি ?

আর থানাবী সাহেবের ফৎওয়াতে আছে, একটি বহু প্রাচীন কালের জীর্ণ মছজেদ কছবা হইতে বহু দূরে বিরাণ হইয়াছিল, মাত্র ১০০ বৎসর লোকেরা তথায় বাসস্থান স্থির করিল, তথায় একটি নূতন মছজেদ অল্পদূরে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, এক্ষণে উক্ত জীর্ণ শীর্ণ বহু প্রাচীন কালের মছজেদের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নূতন মছজেদে ব্যয় করা যায় কি না ? তিনি বলিয়াছেন, জায়েজ হইবে। ইহা মাজমায়োল-ফাতাওয়ার মর্ম।

শামী, নূতন ছাপা, ৩।৩১২ পৃষ্ঠা, —

فى جامع الفتاوى لهم تحويل المسجد الى مكان آخر

ان تركوه حيث لا يصلي فيه و لهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه فى مسجد آخر سائحانى رح *

"জামেয়োল ফাতাওয়াতে আছে, যদি লোকেরা একটি মছজেদ ত্যাগ করিয়া থাকে, উহাতে নামাজ পড়া হয় না, তবে তাহাদের পক্ষে উক্ত মছজেদটি অন্যত্রে লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে।

আর তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রাচীন জীর্ণ শীর্ণ মছজেদ বিক্রয় করা জায়েজ হইবে যাহার প্রস্তুতকারী অজ্ঞাত এবং উহার মূল্য অন্য মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে। ইহা ছায়েহানি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা উক্ত মছজেদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যাহা মুছলমানদিগের অন্যত্রে চলিয়া যাওয়ার জন্য ও মহাল্লাটি বিরাণ হইয়া যাওয়ার জন্য একেবারে বিরাণ হইয়া রহিয়াছে, বা বহু প্রাচীন কালের কোন জীর্ণ শীর্ণ মছজেদের ধ্বংসাবশেষ বিরাণ হইয়া রহিয়াছে, কে কোন সময় উহা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই ছায়েহানি, এমাম আবু শোজা ও এমাম হোলেওয়ানির ফৎওয়ার সমালোচনা পরে আসিতেছে, কিন্তু জেন্দা চালু মছজেদ বিরাণ করিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হওয়ার দলীল ইহাতে কোথায় আছে?

নিজে থানাবী ছাহেব তাতেম্মায়-ছানিয়া ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ১২২।১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

প্রঃ—কি বলেন দীনের আলেমগণ ও শরিয়তের মুফতিগণ এই মছলা সম্বন্ধে যে, একটি মছজেদে পল্লী বাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান হয় না এবং উহার চতুর্দ্দিকে স্থান পাওয়া যায় না, কিম্বা স্থান পাওয়া যায়, কিন্তু লোকদের এইরূপ শক্তি নাই যে, এত টাকা মূল্য দিয়া উহা খরিদ করিয়া পরে তথায় মছজেদ প্রস্তুত করে, কেননা বহু টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহারা উহা ব্যয় করার শক্তি

রাখেন না!

অবশ্য তাহারা দ্বিতীয় স্থানে এই ভাবে প্রশস্ত মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারেন যে, প্রথম মছজেদ কাষ্ঠ ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় মছজেদে ব্যবহার করেন, নচেৎ দ্বিতীয় মছজেদ অতি কষ্টে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে পল্লীবাসিগণ নিজেদের পল্লীতে প্রথম মছজেদের আছবাব পত্র আরও কিছু টাকা কড়ি দিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারেন কিনা? যদি পারেন, তবে প্রথম মছজেদের স্থান কিরূপে হেফাজতে রাখিতে হইবে, দলীল সহ বর্ণনা করিবেন।

الجواب

ایک مسجد کا قصدا منہدم کرنا دوسری مسجد کے لئے کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ دوسری مسجد سادہ خالی از تکلفات بنالیں جسقدر کی وسعت ہو تا کہ سہولت سے تیار ہو جاوے *

"স্বেচ্ছায় এক মছজেদকে অন্য মছজেদের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলা কিরূপে জায়েজ হইবে? শক্তিতে যেরূপ কুলায়, সেই পরিমাণ জাক জমক হীন অবস্থায় সাদা ভাবে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিবে যেন সহজে উহা হইতে পারে।"

এক্ষণে আসুন, যে মছজেদ মুছলমানদিগের পল্লী ত্যাগ করার জন্য আপনা আপনি বিরাণ হইয়া আছে, উহা কিম্বা উহার আছবাব পত্র স্থানান্তরিত করা যায় কিনা, তাহার আলোচনা করা যাউক।

দোরে'ল মোখতার :—

لو خرب ما حوله واستغنی عنه ویبقی مسجدا عنه الامام و الثانی ابدا الی قیام الساعة و به یفتی حاوی القدسی *

''যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বিরাণ হইয়া যায় এবং উক্ত মছজেদ লোকদের প্রয়োজনীয় না হয়, তবে এমাম (আবু হানিফা) ও (এমাম) আবু উইছফের মতে কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজেদ থাকিয়া যাইবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ইহা হাবিল কুদছিতে আছে।''

আল্লামা শামি রদ্দোল-মোহতারের ৩।৫১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

(و لو خرب ما حوله الخ) ای لو مع بقائه عامرا و كذا لو خرب و ليس له ما يعمر به و قد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله عنه الامام الثانى) فلا يعود ميراثا و لا يجوز نقله و نقل ماله الي مسجد آخر سواء كانو يصلون فيه اولا و هو الفتوى حاوى القدسى و اكثر المشائخ عليه مجتبى و هو الا وجه فتح اه *

"অর্থাৎ যদি মছজেদ স্থায়ী থাকা সত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী মহাল্লা বিরাণ হইয়া যায়, এইরূপ যদি মছজেদ ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহা মেরামত করার কোন উপায় না থাকে এবং অন্য মছজেদ প্রস্তুত করার জন্য লোকদের উক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত মছজেদের দরকার না থাকে, তবে উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না, উক্ত মছজেদ এবং মাল আসবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, লোকেরা উহাতে নামাজ পড়ুন, আর নাই পড়ুন, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, ইহা হাবিল-কুদছিতে আছে। অধিকাংশ ফকিহ এই মতের উপর আছেন। ইহা মোজতবা কেতাবে আছে। ফৎহোল-কদিরে ইহাকে সমধিক যুক্তি যুক্ত মত বলা হইয়াছে।"

বাহারোর-রায়েক ,—

قال ابو يوسف هو مسجد ابدا الى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء

كانوا يصلون فيه اولا وعليه الفتوى كذا فى الحاوى القدسى

"আবু ইউছোফ বলিয়াছেন, উক্ত বিরাণ মছজেদ কেয়ামত পর্য্যন্ত চিরকাল মছজেদ থাকিবে. উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না, উক্ত মছজেদ ও উহার মাল আসবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না. লোকেরা উহাতে নামাজ পড়ুন আর নাই পড়ুন, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে। ইহা হাবিল কুদছিতে আছে;

আলমগিরি, ২।৪৪৫ পৃষ্ঠা;

فى فتاوى الحجة لو صار احد المسجدين قديما و تداعى الى الخراب فاراد اهل السكة بيع القديم و صرفه فى المسجد الجديد فانه لا يجوز اما على قول ابى يوسف رحمه الله تعالى فلان المسجد و ان خرب و استغنى عنه اهله لا يعود الى ملك البانى (الى) و الفتوى على قول ابى يوسف رحمه الله تعالى انه لا يعود الى ملك مالك كذا فى المضمرات *

ফাতাওয়ায়-হোজ্জাতে আছে, যদি উভয় মছজেদের একটি পুরাতন হইয়া ধ্বংস মুখে পতিত হয়, তৎপরে মহাল্লা বাসিগণ পুরাতন মছজেদ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য নূতন মছজেদে ব্যয় করিতে চাহে, তবে উহা জায়েজ হইবে না. (এমাম) আবু ইউছোফের মতে এই হেতু জায়েজ হইবে না যে, মছজেদ বিরাণ হইয়া গেলেও এবং তথাকার অধিবাসিগণের উহার প্রয়োজন না হইলেও উহা নির্ম্মাণ কারীর অধিকার ভুক্ত হইবে না।

আবু ইউছফের মতে যে উহা কখনও কোন মালিকের অধিকার ভুক্ত হইতে পারিবে না, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।

মাওলানা থানাবী ছাহেব যে শামী কেতাব হইতে বিরানী মছজেদের আসবাব পত্র স্থানান্তরিত করার ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত, কারণ নিজে আল্লামা শামী ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও তিনি উহার ৫১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ولكن علمت ان المفتى به قول ابي يوسف انه لا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر كما مر عن الحاوى

কিন্তু তুমি জানিতে পারিয়াছ যে, নিশ্চয় আবু ইউছোফের মতই ফৎওয়া গ্রাহ্য উহা এই যে মছজেদ এবং উহার মাল আসবাব অন্য অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, যেরূপ হাবি হইতে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

যদিও কোন কোন আলেম বিরাণ মছজেদের আসবাব পত্র অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করিতে ফৎওয়া দিয়াছেন, কিন্তু উহা মজহাবের এমামগণের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত।

দোরে'ল-মোখতারে আছে :—

يفتى بقول الامام على الاطلاق ثم بقول الثاني ثم بقول الثالث *

"সর্ব্বতোভাবে এমাম আজমের, তৎপরে এমাম আবু ইউছফের তৎপরে এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।"

আর আপনারা অবগত হইয়াছেন, এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছোফের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা জায়েজ নহে।

কাজেই ছায়েহানি, শেখ আমিনদ্দিন এমাম আহমদ বেনে ইউনোছ, শেখ জএন বেনে নজিম ও শেখ মোহাম্মদ বেনে অফায়ির মত গ্রহণীয় হইবে কিরূপে ?

আল্লামা শামী রদ্দোল-মোহতারের ১।৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

صرحوا من ان ما فى المتون مقدم على مافى الشروح وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى *

"ফকিহগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মতনের কেতাবগুলির উল্লিখিত মছলা 'শরহ' (شرح) উল্লিখিত মছলা অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে। আর শরহ উল্লিখিত মছলা ফাতাওয়া উল্লিখিত মছলা অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে।"

মতনের কেতাবগুলিতে বিরানা মছজেদ স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ হওয়ার মত লিখিত আছে, কাজেই শরহে ও ফাতাওয়ার কেতাবের জায়েজ হওয়ার মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আল্লামা শামী উক্ত কেতাবের ১।৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

وكذا لو كان احدهما قول الاكثرين لما قدمناه عن الحاوى *

"এইরূপ যদি উভয় মতের মধ্যে একটি অধিকাংশ আলেমের মত হয় তবে তাহাই অগ্রগণ্য হইবে, ইহা আমি ইতিপূর্ব্বে 'হাবি' হইতে উল্লেখ করিয়াছি।"

আর আপনারা অবগত হইয়াছেন যে, অধিক সংখ্যক ফকিহ বিদ্বানের মতে বিরানা মছজেদ ও উহার আসবাব পত্র স্থানান্তরিত করা জায়েজ নহে; কাজেই অল্প সংখ্যক আলেমের জায়েজ হওয়ার মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এই হেতু মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেব 'মজমুয়া-ফাতাওয়া'র ১।৯৫।৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

প্রশ্ন :—

এক বিরানা পল্লীতে দুইটি মছজেদ ছিল, তন্মধ্যে একটি বর্ষার জন্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টি উহার নিকট স্থায়ী

আছে, তথাকার অধিকাংশ পল্লীবাসী শিয়া মতাবলম্বী, উক্ত পল্লীটি একেবারে বিরাণ হইয়া গিয়াছে, উহার আবাদ হওয়ার কোন উপায় ধারণায় আসে না। এক্ষেত্রে ধ্বংস প্রাপ্ত মছজেদের আছবাব পত্র লইয়া অন্য মছজেদের মেরামত কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে কি না? কিম্বা অন্য আবাদ পল্লীতে উক্ত মাল আছবাবের দ্বারা অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর ;—

"কতক ফকিহ যেরূপ কাজিখান নিজ ফাতাওয়াতে, মোল্লা খছরু 'দোরারে' ও গুজি 'তনবিরোল-আবছারে' এইরূপ ক্ষেত্রে লিখিতেছেন যে, যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায় এবং উহার আবাদ করার কোন উপায় না থাকে, তবে উহার আসবাব পত্র অন্য মছজেদের মেরামতের জন্য স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা জায়েজ নহে; কেননা ধ্বংসপ্রাপ্ত মছজেদের আসবাব অকফের বস্তু এবং অকফের বস্তুতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নহে। মুছলমানদিগের পক্ষে ওয়াজেব যে, সাহস ও সাধ্যানুযায়ী উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত মছজেদের সংস্কার করে এবং উহার মাল আসবাব উহার মেরামত কার্য্যে ব্যয় করে, যখন খোদার বান্দাগণ ঐদিকে ভ্রমণ করেন, তখন উহাতে নামাজ পড়িতে পারেন, বরং নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিধ্বস্ত মছজেদের সংস্কারে ছওয়াবের পরিমাণ অধিকতর হইবে।

বাহরোর-রায়েকে আছে ;— (এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায় এবং উহার সংস্কার করার উপায় না থাকে, তবে উহা অকফ কারির অধিকার ভুক্ত হইবে। (এমাম) আবু ইউছোফ বলিয়াছেন, উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না এবং উহা ও উহার মাল আসবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না। লোকে উহাতে নামাজ পড়ুক, আর

নাই পড়ুক, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা হাবিল-কুদছিতে আছে।

শারাম্বালালী 'ছায়াদাতোছ' ছাজেদ' কেতাবে লিখিয়াছেন.—

فی یتیمۃ الدھر سئل علی بن احمد عن مسجد خرب ومات اھلہ ومحلۃ آخری فیھا مسجد ھل لاھلھا ان یصرفوا وجہ المسجد الخراب الی ھذا المسجد قال لاانتھی و اذا علمت ھذا فما ذکرہ فی الدرر وفتاوی قاضیخان من جواز نقل المسجد اذا خرب خلاف ما علیہ الفتوی کما ھو المذکور فی الحاوی وخلاف الصحیح المذکور فی خزانۃ المفتین وقد مشی الشیخ الامام محمد بن سراج الدین الحانوتی علی القول المفتی بہ من عدم نقل بناء المسجد اور علامہ مختار بن زاھد نے مجتبی میں تصریح کی ھے کہ اکثر مشائخ حنفیہ فتوی عدم جواز نقل کا دیتے ھیں *

* حررہ محمد عبد الحی عفا عنہ *

"এতিমাতোদ্দহর কেতাবে আছে, আলি বেনে আহমদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, একটি মছজেদ বিরাণ হইয়া গিয়াছে, উহার মুছল্লিগণ মরিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় পল্লীতে অন্য একটি মছজেদ আছে। তথাকার অধিবাসিদিগের পক্ষে বিরাণ মছজেদের মাল আসবাব এই মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন. না।

শারাম্বালালী বলিয়াছেন, যখন তুমি অবগত হইলে, তখন জান যে, যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায়. তবে উহা স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়ার মত যে দোরার ও কাজিখানে উল্লিখিত হইয়াছে. উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত, যেরূপ হাবীতে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা ছহিহ মতের বিপরীত যাহা খাজানাতোল-মুফতিনে

উল্লিখিত হইয়াছে। শেখ এমাম মোহাম্মদ বেনে ছেরাজদ্দিন হানুতি মছজেদের এমারত স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ হওয়া এই ফৎওয়া বিশিষ্ট মতের সমর্থন করিয়াছেন।

আল্লামা মোখতার বেনে জাহেদ 'মজতাবা' কেতাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধিকাংশ হানাফী ফকিহ উহা স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া থাকেন।

মোহাম্মদ আবদুল হাই।

আরও উক্ত মাওলানা ছাহেব 'মজমুয়া-ফাতাওয়া'র ১।২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

'কি বলেন, দীনের আলেমগণ এই মছলা সম্বন্ধে যে, একটি পুরাতন মছজেদের প্রাচীরগুলি পোক্তা ও মেহরাব মওজুদ আছে এবং মুছলমানদিগের পল্লীতে বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে উহার প্রাচীর নষ্ট ও শহীদ করিয়া উহার পাঁচ শত গজ নিকটে নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা এবং পুরাতন মছজেদের ইষ্টক ও চূর্ণ নূতন মছজেদে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কি না ?

উত্তর ;—

যে মছজেদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং উহার মেরামত ও সংস্কার করার সুযোগ না হয় এবং অন্য মছজেদ নিকটে থাকার জন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে উক্ত মছজেদের প্রয়োজন না থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মছজেদের আসবাবপত্র অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা ছহিহ মজহাব ও মোফ্‌তা-বিহি রেওয়াএত অনুসারে জায়েজ নহে। যেরূপ ফাজেলে-রাব্বানি হাছান শারাম্বালালী 'ছায়াদাতোল-মাজেদ বেএমারাতোল-মাছাজেদ' কেতাবে লিখিয়াছেন, মাদ্রাছার অক্ফ গুলি স্থানান্তরিত করা এবং অক্‌ফকারীর শর্ত্তগুলির পরিবর্ত্তন করা এবং এইরূপ মছজেদ স্থানান্তরিত করা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য

মতে জায়েজ নহে। ইহার বিবরণ এই যে, আল্লাম শাএখ জয়েণ 'বাহরোর-রায়েকে' বলিয়াছেন, যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায় এবং উহা আবাদ (সংস্কার) করার কোন উপায় না থাকে এবং অন্য মছজেদ প্রস্তুত করার জন্য উক্ত মছজেদের প্রয়োজন না থাকে কিম্বা মছজেদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু পল্লী বিরাণ হইয়া গিয়াছে, তথাকার অধিবাসীগণ স্থানান্তরে গমন করার জন্য উক্ত মছজেদ বিরাণ হইয়া গিয়াছে এবং লোকদিগের উক্ত মছজেদের প্রয়োজন না থাকে। (এমাম) মোহাম্মদ বলেন, উহা অক্ফকারীর অধিকারভুক্ত হইবে। (এমাম) আবু ইউছুফ বলিয়াছেন উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মছজেদ থাকিবে, উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না, উক্ত মছজেদ এবং উহার মাল আসবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না। লোকেরা উহাতে নামাজ পড়ুন, আর নাই পড়ুন, এই মতের উপর ফৎওয়া হইবে। এইরূপ হাবিল-কুদছিতে আছে। মোজতবা কেতাবে আছে, অধিকাংশ ফকিহ আবু ইউছুফের মতাবলম্বন করিয়াছেন। ফৎহোল কদীরে আবু ইউছুফের মত প্রবল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বিশেষতঃ যে পুরাতন মছজেদর প্রাচীরগুলি ও অন্যান্য আসবাবপত্র বর্ত্তমান আছে এবং উহা লোকালয়ের মধ্যে আছে, এইরূপ মছজেদকে ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার আসবাবপত্র অন্য মছজেদে ব্যবহার করা কোন মতেই জায়েজ হইবে না। বরং উহার ভগ্নকারী কোরআনের নিম্নোক্ত আয়তের কঠিন শাস্তির লক্ষ্যস্থল হইবে – আয়তটির অর্থ এই—"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দেয় এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে ?

ইহা ত গেল, যে মছজেদ আপনা আপনি বিরাণ হইয়া গিয়াছে তাহার অবস্থা, ছহিহ ও মোফতাবিহি মতে উহা স্থানান্তরিত

করা জায়েজ নহে। মাওলানা থানাবী ছাহেব গর ছহিহ ও ফৎওয়ার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, ইহা ত আলোচ্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বিষয়, জেন্দা মছজেদ বিরাণ করিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা কি, ইহাই হইতেছে আলোচ্য বিষয়।

কারামতিয়া মাদ্রাছার মোদারে'ছ মাওলানা হাছান মোজতবা ছাহেব আলোচ্য বিষয়ের কিছু দলীল উল্লেখ না করিয়া এক মাহাল্লাতে একাধিক মছজেদ জায়েজ, তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, দাবির হিসাবে দলীল পেশ করা হয় নাই। কাজেই তাঁহার কালি কাগজ বৃথা নষ্ট করা হইয়াছে।

জৌনপুর কারামতিয়া মাদ্রাছার মাওলানা আবুল হাছান ছালামতুল্লাহ ভাগলপুরী ছাহেবের ফৎওয়ার রদ :—

তিনি লিখিয়াছেন-উল্লিখিত ঘটনাতে জওয়াব দাতাগণের জওয়াব ঠিক হইয়াছে।

আর আমার ফৎওয়া সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, তিনি যে আয়ত দ্বারা এক মছজেদের বর্ত্তমানে নূতন মছজেদের নাজায়েজ হওয়ার ও নির্ম্মিত মছজেদ বিরাণ করার হুকুম দিয়াছেন, উক্ত আয়তে তিনটি শর্ত্ত আছে, প্রথম ক্ষতি করা, দ্বিতীয় কোফর, তৃতীয় ঈমানদারদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা। প্রধান আলেম-গণের নিকট সর্ব্ববাদী সম্মত নিয়ম এই যে, শর্ত্ত বিশিষ্ট বিষয়ের হুকুম শর্ত্তহীন বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ করা জায়েজ নহে, নচেৎ সহস্র সহস্র ইমান ও আকায়েদের মছলা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে এবং লোকেরা শরিয়তপরস্ত না হইয়া নফ্‌ছপরস্ত হইয়া যাইবে।

আমাদের বক্তব্য :—

ভক্তিভাজন মাওলানা সাহেব দাবি করিয়াছেন, আমি পুরাতন মছজেদের বর্ত্তমানে প্রত্যেক নূতন মছজেদ নাজায়েজ বলিয়া উহা

বিরাণ করিতে আদেশ দিয়াছি এবং ছুরা তওবার জেরার সংক্রান্ত আয়তটি দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছি, অথচ উক্ত আয়তে তিনটি শর্ত্তের বর্ত্তমানে মছজেদ নাজায়েজ হওয়ার আদেশ হইয়াছে, আর প্রত্যেক নূতন মছজেদ উক্ত শর্ত্তবিশিষ্ট না হইলেও নাজায়েজ বলা জায়েজ হইতে পারে না।

তাঁহার এইরূপ দাবি অসঙ্গত, কোথায় আমি বলিয়াছি কিম্বা লিখিয়াছি যে, প্রত্যেক নূতন মছজেদ নাজায়েজ, যুক্তিসঙ্গত কারণে ন্যায়ভাবে একাধিক মছজেদ প্রস্তুত করা যে জায়েজ, ইহাতে কোন দায়িত্ব সম্পন্ন আলেমের সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে, দুনইয়াবি স্বার্থের খাতিরে কোন জেন্দা মছজেদকে বিরাণ করিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা কি? মাওলানা যে ছুরা তওবার তিনটি শর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহাতে চারিটি শর্ত্ত আছে:—

প্রথম ক্ষতিসাধন, দ্বিতীয় কোফর, তৃতীয় মুছলমানদিগের বিভাগ আনয়ন, চতুর্থ আল্লাহ ও রাছুলের সহিত সংগ্রামকারী ব্যক্তির প্রতীক্ষা।

মাওলানা চতুর্থ শর্ত্তটি হজম করিয়া ফেলিলেন কেন? আমি ইয়ার ওলামা সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, উহাতে নাজায়েজ দদের শর্ত্ত চারিটি উল্লিখিত হইয়াছে, না তিনটি?

প্রথম শর্ত্ত ضرار এর অর্থ অধিকাংশ তফছির কারকের মতে অন্য মছজেদের ক্ষতি করা, হজরত ওমার ও ছোদী এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, হজরত এবনো আব্বাছ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, ছাহাবাগণের তফছির অগ্রগণ্য মাওলানা থানাবী, মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ও বড় বড় মুফতি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কাজেই যে নূতন মছজেদ অন্য মছজেদ নষ্ট করিয়া প্রস্তুত করা

হয়, উহা যে নাজায়েজ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ইহাতে ভাগলপুরী মাওলানা ছাহেবের ফৎওয়ার অসারতা প্রকাশিত হইল।

মাওলানা হেকিম মোহাম্মদ ইয়াছিন নগিনবি,
বর্ত্তমান জৌনপুরী ছাহেবের
ফৎওয়ার রদ।

"এক পল্লীতে একাধিক মছজেদ সর্ব্ববাদী সম্মত মতে জায়েজ, পরে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাকে মছজেদে জেরারের হুকুম দিতে পারি না। মছজেদে জেরার ইমলামের শত্রুগণ মছজেদে কোবাকে বিরাণ করা উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল। উল্লিখিত মহলাতে এইরূপ অবস্থা নহে, দ্বিতীয় মছজেদও চিরকাল মছজেদ থাকিবে।"

আমাদের উত্তর;—

ইসলামের শত্রুগণ মছজেদে কোবার ক্ষতি করার জন্য যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, উহা মছজেদে জেরার হইল, আর মুছলমানগণ জেন্দা মছজেদ বিরাণ করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করিল উহা মছজেদে জেরার হইবে না, এইরূপ ফৎওয়া জারি করিলে, শত শত স্থলে কাফের, মোশরেক ও মোনাফেকদিগের সম্বন্ধে যে হুকুম নাজেল হইয়াছিল, উহা মুছলমানদিগের জন্য ব্যাপক হইবে না, তাহা হইলে, শরিয়তের বিরাট অংশ বাতীল হইয়া যাইবে, মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ও অন্যান্য আলেমগণ উক্ত মতের অসারতা প্রকাশ করিয়াছেন। হেকিম ছাহেব العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب এই অছুলের স্বতঃ সিদ্ধ কানুন কি ভুলিয়া গিয়াছেন?

মাওলান থানাবী ছাহেবের ফৎওয়া হইতে উক্ত দাবির অসরতা প্রকাশ করিয়াছি।

শেষ চারিটি ফাতাওয়ার আলোচনা

(১) থানাভোনের মাওলানা জফর আহমদ ছাহেবের ফৎওয়া ;—

আমাদের বোজর্গাণের তহকিক এই যে মছজেদে জেরার উহা ছিল যাহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য মছজেদ ছিল না, বরং মছজেদের আকৃতিতে অন্য কিছু বানান উদ্দেশ্য হয়, আর যাহা প্রস্তুত করাতে মছজেদ উদ্দেশ্য হয়, উহা মছজেদ হইবে। উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে।

রিয়া ও লোক দেখান উদ্দেশ্য হওয়া অন্য কথা, ইহাতে প্রস্তুত কারীর ছওয়াব হইবে না, কিন্তু প্রত্যক অবস্থাতে নামাজ ছহিহ হইবে। যদি রিয়া, লোক দেখান ও অন্য মছজেদের ক্ষতি করা উদ্দেশ্য না হয়, তবে মছজেদ হইবে এবং ছওয়াবও হইবে।

হজরত ওমারের হাদিছ যদি ছহিহ হয়, তবে কেবল ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, (মছজেদের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যেন মছজেদ প্রস্তুত না করা হয়, কিন্তু নামাজ ছহিহ না হওয়া ও জায়েজ না হওয়া উহাতে বুঝা যায় না। তফছীরে আহমদী প্রণেতার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বিনা জরুরত কেবল নাম ও সম্মান হেতু মছজেদ প্রস্তুত করে, উহা ভাল নহে, উহার এইরূপ মর্ম্ম নহে যে, উক্ত মছজেদ, মছজেদ হইবে না।

(২) মোরাদ আবাদের মাওলানা মোহাম্মদ মিঞা ও অন্যান্য কয়েকজনের ফৎওয়া ;—

দুইটি মছজেদ আবাদ রাখার চেষ্টা করিতে হইবে, জুমা বড় মছজেদে যাহাতে সমস্ত লোকের সমাবেশ হইতে পারে, আদায় করিতে হইবে। মছজেদে-জেরার মছজেদ ছিল না, বরং কোফরের শিক্ষাস্থল কাফেরগণের আশ্রয়স্থল ছিল, ধোকা দেওয়া উদ্দেশ্য

উহা মছজেদ নামে অভিহিত করা হইয়াছিল, এই হেতু পল্লীবাসি-গণ যে শরয়ি মছজেদ এক মতে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ৪০ বৎসর কিম্বা তদপেক্ষা অধিকাংশ কাল হইতে উহাতে পাঞ্জগানা নামাজ হইতেছে, উহাকে মছজেদে জেরার বলা এবং এক আবাদ মছজেদকে বিরাণ ও ধ্বংস করা একই কথা। ইহা অপেক্ষা বড় অত্যাচার আর কি হইতে পারে?

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদসমূহকে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে আছে।"

(৩) দেওবন্দের সহকারী মুফতি মাওলানা মছউদ আহমদ ছাহেবের ফৎওয়া :—

দ্বিতীয় মছজেদ শরিয়ত সঙ্গত মছজেদ, উহাতে জুমা ও পাঞ্জগানা বিনা কারাহিএত জায়েজ। উহাকে মছজেদে-জেরার বলা জায়েজ নহে। কেননা মছজেদে জেরার কাফের মোনাফেক-দিগের নির্ম্মিত মছজেদ ছিল, যাহার অবস্থা নবি (ছাঃ) অহি কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কোন মুছলমানের নির্ম্মিত মছজেদকে মছজেদে জেরারের হুকুম দেওয়া ছহিহ নহে। যদি প্রথম মছজেদের প্রয়োজন নাও থাকে, তবু উহার মছজেদ হওয়া বাতীল হইবে না, কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা মছজেদ থাকিবে। উক্ত জমিকে অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না। বরং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও অসম্মান হইতে রক্ষা করা ফরজ, যেরূপ দোরে'ল মোখতারে আছে :—"যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বিরাণ হইয়া যায় এবং উক্ত মছজেদের প্রয়োজন না থাকে, তবে এমাম (আজম) ও এমাম আবু ইউছফের নিকট চিরকাল কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা

মছজেদ থাকিয়া যাইবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে, ইহা হাদিছ-কুদছিতে আছে, শামী ৩য় খণ্ড, অক্‌ফের অধ্যায়, মছজেদের আহকাম।

(৪) মাওলানা মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের ফৎওয়া,—

দ্বিতীয় মছজেদকে মছজেদে-জেরার বলা জায়েজ নহে, উহাতে জুমা ও পাঞ্জগানা ফরজ নামাজগুলি পড়া জায়েজ। অবশ্য প্রথম মছজেদকে অবমাননাকর ব্যাপারগুলি হইতে রক্ষা করিতে হইবে, কেনন যদি উহা শরিয়তের নিয়মিত মছজেদ হইয়া থাকে, তবে কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজেদ থাকিবে।

আমাদের বক্তব্য ;—

উল্লিখিত মুফতিগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে পুরাতন মছজেদ কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজেদ থাকিবে, মোরাদাবাদের মাওলানা লিখিয়াছেন, পুরাতন ও নূতন উভয় মছজেদকে কায়েম করার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেওবন্দের সহকারী মুফতি ছাহেব লিখিয়াছেন, প্রথম মছজেদের আবশ্যক না থাকিলেও উহার মছজেদ হওয়া বাতীল হইবে না, কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা মছজেদ থাকিয়া যাইবে, উক্ত জমিতে অন্য কার্য্য করা জায়েজ নহে, বরং উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা ও অবমাননাকর বিষয় হইতে উহা রক্ষা করা ফরজ।"

মুফতি ছাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, পুরাতন মছজেদের জমিতে দহলিজ ঘর, বাসঘর, গোয়ালঘর করা ও মলমূত্র স্থান বানান হারাম, তথায় চাষ করা হারাম

মাওলানা মুফতি কেফায়াতুল্লাহ ছাহেব বলিয়াছেন, প্রথম মছজেদ যদি শরিয়তের নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা মছজেদ থাকিবে। অবমাননাকর সমস্ত বিষয় হইতে উহাকে রক্ষা করা জরুরী। ইহাতে বুঝা যায় যে, তথায় বাসঘর

দহলিজঘর, গোয়ালঘর, মলমূত্র স্থল, মানুষও জীবজন্তুর বিচরণ স্থল বানান নাজায়েজ, তথায় চাষ করা হারাম।

মুফতি ছাহেবদের ফৎওয়া অসম্পূর্ণ, উহাতে বহু প্রকারের দোষ ক্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচচিত্তে জন সমাজে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি, এইরূপ অসম্পূর্ণ ফৎওয়াগুলি দ্বারা মুছলমানগণ যে মহা গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইবেন, ইহার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর থাকিবে, আমি যদি তাঁহাদের ফৎওয়ার দোষ ক্রুটি প্রকাশ না করি, তবে আমিও হাশরে তাঁহাদের সঙ্গে ধৃত হইব।

এস্থলে আলোচ্য বিষয় ইহা হইতেছে যে, একজন লোক দুনইয়াবি স্বার্থ বা লোকদের গণ্ডগোল হেতু জেন্দা চালু মছজেদকে বিরাণ করিয়া অন্য মছজেদ করিল, সেই ঘরটি দহলিজ ঘরে পরিণত করা হইল, এইরূপ খামখেয়ালি বশতঃ একটি মছজেদ বিরাণ করাতে গোনাহ হইল কি না, তাঁহারা কেহই এসম্বন্ধে টু শব্দ করিলেন না কেন?

তাঁহাদের এই সত্য কথা প্রকাশ না করাতে লোকেরা বুঝিতে পারিল যে, জেন্দা মছজেদ বিরাণ করাতে কোন দোষ নাই।

এক্ষণে আমি কোরআনের পাক আয়ত দ্বারা মছজেদ বিরাণ করার শাস্তির কথা উল্লেখ করিতেছি ;—

ছুরা বাকারা ;—

و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها *

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা প্রধান অত্যাচারি আর কে আছে?"

আয়তের শেষাংশে আছে ;—

لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الآخرة عذاب اليم *

"তাহাদের জন্য দুনইয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য আখেরাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে "

বিরাণ করার অর্থ কি ?

তফছিরে জালালাএন. ১৭ পৃষ্ঠা

(و سعى فى خرابها) بالهدم و التعطيل *

বিরাণ করার দুই প্রকার অর্থ আছে : — প্রথম ভাঙ্গিয়া ফেলা, দ্বিতীয় উহা বেকার অবস্থাতে ত্যাগ করা।

শাএখ-জাদার হাশিয়া, ১।৩৯৪ পৃষ্ঠা : —

وجعل تعطيل المسجد منهما تخريبا له لان المقصود من بنائه انما هوا الذكر و العبادة فيه فما دام يترتب عليه هذا المقصود كان معمورا و اذا لم يترتيب ما هو المقصود بنائه صار كانه هدم و خرب *

"আল্লাহতায়ালার মছজেদকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার রাখাকে তিনি উহা বিরাণ করা স্থির করিয়াছেন, কেননা উহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহাতে জেকর ও এবাদত করা। যত দিবস এই উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত হয়, তত দিবস উহা আবাদ থাকিবে। আর যখন ইহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত না হয়. তখন যেন উহা বিধ্বস্ত ও বিরাণ হইল।"

ইতিপূর্ব্বে আমি তফছিরে বয়জবি, হাশিয়ায়-জোমাল, কাশ্শাফ, ছেরাজোল মনির. রুহোল বায়ান, রুহোল-মায়ানি. তাজোত্তাফাছির. মাদারেক, বাহরোল-মুহিত, ফৎহোল-বায়ান, আহকামোল-কোরাণ, থানাবী ছাহেবের বায়ানোল-কোরআন ও খোলাছা-তোত্তাফাছির হইতে মছজেদ বিরাণ করার উক্ত প্রকার অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আরও আমি ইতিপূর্ব্বে দিল্লীর মুফতি মাওলানা হবিবোল-মোরছালিনের ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা এই প্রথম পুরাতন মছজেদকে ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুতকারী অতি

কঠিন গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, এবং কোরআন শরিফের و من اظلم ممن منع مساجد الله الخ এই আয়তের লক্ষ্যস্থল হইল। তাহার পক্ষে ওয়াজেব যে, সে যেন এই গোনাহ হইতে তওবা করে এবং প্রথম পুরাতন মছজেদকে নুতন ভাবে প্রস্তুত করে

ছাহারাণপুরের মাদ্রাসা মাজাহারোল-উলুমের সহকারী মুফ্‌তি মাওলানা মাহমুদ গাঙ্গুহী ছাহেবের যে ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা এই ; "কোন অবস্থাতে মছজেদ বিরাণ করা জায়েজ নহে, কেননা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন. যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দিয়াছে এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে. তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে ?

বয়জবি প্রণেতা مساجد الله এর তফছিরে বলিয়াছেন, যে কেহ কোন মছজেদ বিরাণ করিয়াছে এবং নামাজের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই হুকুম ব্যাপক হইবে। আরও তিনি فى خرابها এর তফছিরে বলিয়াছেন, বিরাণ করার দুই প্রকার অর্থ, ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা" দেওবন্দের ভূতপূর্ব্ব মুফ্‌তি মওলানা মোহাঃ শফি ও কলিকাতা মাদ্রাছার মুফ্‌তি মাওলানা মোহাঃ এহইয়া ছাহেবদ্বয়ের ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা এই –"কোন মছজেদ বিরাণ করা বিনা সন্দেহে و من اظلم الخ উক্ত আয়তের অন্তর্ভুক্ত ও হারাম কার্য্য, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা মুছলমানদিগের উপর ওয়াজেব।' মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব প্রথম মছজেদ বিরাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।

দেওবন্দের সহঃ মুফতি মাওলানা মছউদ আহমদ ছাহেব ও দিল্লীর মুফতি মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ ছাহেব এসম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না, কেবল তাঁহারা বলিয়াছেন, উক্ত মছজেদটি যেন অবমাননা করা না হয়, যদি তাঁহাদের মতে উহা বেষ্টন করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে কি উহা আবাদ করা হইল, না বিরাণ করা হইল ? মছজেদে আজান, নামাজ ও জামায়াত রহিত হইয়া গেলে, উহার বিরাণ হইয়া গেল।

খোলাছাত্তোত্তাফাছির, ১।৬৬ পৃষ্ঠা ;—

اور خرابی عام ہے انہدام اور انسداد سے یا بوجہ ترک نماز وآذان و جماعت یا کسی اور طرح سے اور یہ سب امور ممنوع ہیں *

"বিরাণ করা কয়েক প্রকার হইতে পারে, ভাঙ্গিয়া পড়া, দ্বার রুদ্ধ হওয়া, কিম্বা নামাজ, আজান ও জামায়াত ত্যাগ করা, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হউক, এই সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ।"

মুফতিদ্বয় যে মছজেদে নামাজ, আজান ও জামায়াত কায়েম করিতে হুকুম না দিয়া কেবল উহার স্থানট হেফাজাত করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের এই ফৎওয়া মছজেদ বিরাণ করিতে উৎসাহিত করিতেছে, তাঁহারা উক্ত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইবেন কি না, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারাধীন।

তফছিরে এবনো কছির, ১।২৭০ পৃষ্ঠা ;—

فقال تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر و ليس المراد بعمارتها زخرفتها و اقامة صورتها فقط انما عمارتها بذكر الله و اقامة شرعه فيها و رفعها عن الدنس و الشرك *

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, সে-ই কেবল আল্লাহতায়ালার মছজেদগুলিকে আবাদ করিবে।"

মছজেদগুলিকে আবাদ করার অর্থ কেবল সুসজ্জিত করা ও উহার বাহ্য অংশ প্রতিষ্ঠা করা নহে, তৎসমুদয় আবাদ করার অর্থ উহাতে আল্লাহতায়ালার জেকর (নামাজ বন্দিগী) করা, তাঁহার শরিয়ত কায়েম করা এবং তৎসমস্ত হইতে নাপাকি ও শেরক দূর করা।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ায় ১।৯২।৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

'মুছলমানদিগের পক্ষে ওয়াজেব যে, সাহস ও সাধ্যানুযায়ী উক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত মছজেদের সংস্কার করে, বরং (নূতন) মছজেদ প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিধ্বস্ত মছজেদের সংস্কারে ছওয়াবের পরিমাণ অধিকতর হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, বিরাণ হওয়া মছজেদ আবাদ করা ইমানদারগণের কর্ত্তব্য ও ফরজ, কিন্তু মুফতিদ্বয় আলোচ্য ঘটনাতে কিছুই বলিলেন না, ইহা অপেক্ষা জুলুম ও অন্যায় আর কি হইতে পারে ?

মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব মেফতাহোল-জান্নাতের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

عمدة الاسلام میں سراجی سے لکھا ھے کہ اگر کسی کے
محلہ میں دو مسجدیں ھو تو چاھئے کہ قدیم مسجد
میں نماز ادا کرے *

" ওমদাতোল-ইছলামে ছেরাজি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যদি কোন লোকের গ্রামে দুইটি মছজেদ থাকে, তবে পুরাতন মছজেদে নামাজ আদায় করা উচিত।"

তিনি জখিরায় কারামতের ১।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اور پرانی مسجدیں آباد ہوئیں *

'(হজরত মোজাদ্দেদ বেরেলবী ছাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার চিহ্ন এই যে,) পুরাতন মছজেদগুলি আবাদ হইয়া গেল।"

দুঃখের বিষয়, তাঁহার বংশধরেরা বিরাণ ও পুরাতন মছজেদ আবাদ করার কোনই চেষ্টা না করিয়া কেবল নূতন মছজেদের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন।

মোরাদাবাদের মোদারে'ছ মাওলানা মোহাম্মদ মিএ়া লিখিয়াছেন, মছজেদ জেরার মছজেদ ছিল না, বরং কোফরের শিক্ষাস্থল ও কাফেরদের আশ্রয় স্থল ছিল, ধোকা দিবার জন্য উহা মছজেদ নামে অভিহিত করা হইয়াছিল।

দেওবন্দের সহকারী মুফতি মাওলানা মছউদ আহমদ ছাহেব লিখিয়াছেন, কাফের ও মোনাফেকগণের নির্ম্মিত মছজেদটি মছজেদ জেরার ছিল, যাহার অবস্থা অহি দ্বারা জানা গিয়াছিল। কোন মুছলমানের নির্ম্মীত মছজেদকে মছজেদে জেরার বলা ছহিহ-হইবে না।

থানাভোনের মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব লিখিয়াছেন, আমাদের বোজর্গগণের তাহকিক অনুসারে মছজেদে জেরার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য মছজেদ ছিল না। বরং মছজেদের আকৃতিতে আরও কিছু প্রস্তুত করা উদ্দেশ্য ছিল।

আমাদের উত্তর :—

"উক্ত নব্য দেওবন্দী দল যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন উহা বেদয়াত মত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, ইহাতে কোরআন শরিফ তহরিফ করা হইয়াছে, মছজেদে-জেরারের প্রকৃত অর্থ

প্রকাশ না করিয়া অবান্তর কথা বলিয়া দেশের লোকদিগকে ভ্রমের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের বোজর্গগণের মত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, অথচ উহা তাঁহাদের বোজর্গগণের মত নহে, বরং তাঁহাদের নিজেদের কল্পিত বাতীল মত। আমার ধারণা, এই ছাহেবগণ না প্রাচীন আলেমগণের তফছির ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন, না তাঁহাদের বোজর্গগণের কেতাব অনুসন্ধান করিয়াছেন, এই হেতু যাহা তাহা কিছু লিখিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা খাস মোনাফেক ও কাফেরদের মছলা। খাস কোবার বিপরীতে নির্ম্মিত মছজেদের ব্যবস্থা; কেনন৷ ইহা অহি কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত অন্য মছজেদের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।১৫৬।১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

و انچه بانی مسجد مذکور عذر هاپیش میکند قابل التفات نیست ـ عذر اول بدین وجه که خصوص حکم ضرار دعوی بلادلیل‌ست کسی از علماء سابقین چه فقهاء وچه مفسرین وچه محدثین قائل بخصوص نشده بلکه هر کس وناکس قائل عموم ست و بمجرد احتمال بلا دلیل قول خصوص مردود است وعذر دوم بدین وجه که اگر چه بانیان مسجد ضرار که حق شان کلام الله نازل شده منافق بودند مگر باقتضای العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب که در تمام کتب موجود است این حکم عام است *

"মছজেদ প্রস্তুত কারী ব্যক্তি যে আপত্তিগুলি পেশ করিয়াছে, তৎসমস্ত ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নহে। প্রথম আপত্তি এই কারণে অগ্রাহ্য যে, জেরারের হুকুম খাস হওয়া দলীলহীন দাবি, প্রাচীন

কোন আলেম, ফকিহ হউন, মোফাছ্ছের হউন, আর মোহাদ্দেছ হউন, উহা খাস হওয়ার মত ধারণ করেন নাই, বরং প্রত্যেক আম খাস উহা ব্যাপক (عام) হওয়ার মত ধারণ করিয়াছিলেন, বিনা দলীলে কেবল সন্দেহ (احتمال) হেতু খাস হওয়ার দাবি মরদুদ (বাতীল)।

দ্বিতীয় আপত্তি এই কারণে অগ্রাহ্য হইবে যে, যদিও মছজেদ জেরার নির্ম্মাণ কারিগণ যাহাদের সম্বন্ধে কোরআন নাজেল হইয়াছিল, মোনাফেক ছিল কিন্তু খাস উপলক্ষে নাজেল হইলেও শব্দের ব্যাপক অর্থ ধর্ত্তব্য হইবে, ইহা সমস্ত কেতাবে আছে এই হিসাবে এই হুকুম (মুছলমানদিগের জন্য) ব্যাপক হইবে।”

হিন্দুস্থানের মস্ত বড় আলেম আজামোত্তাফাছির-এর ১১।৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

علماء نے کہا ھے کہ جس قدر مسجدیں قیامت تک نیک نیتی اور جماعت کے قائم رکھنے کی غرض سے بنائی جائینگی سب اسی تعریف کے حکم میں داخل ھیں اور جو مسجدیں جماعت میں پریشانی پھیلانے اور پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی جائینگی وہ سب اسی مذمت کے حکم میں شامل ھیں *

“আলেমগণ বলিয়াছেন, যে সমস্ত মছজেদ কেয়ামত পর্য্যন্ত নেক নিয়ত ও জামায়াত কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করা হইবে, সমস্তই এই প্রশংসার হুকুমের অন্তর্গত হইবে। আর যে সমস্ত মছজেদ জামায়াতের বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার ও বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য নির্মাণ করা হয়, সমস্তই এই নিন্দাবাদের হুকুমের অন্তর্গত হইবে।”

হিন্দুস্থানের বড় আলেম খোলাছাতোত্তাফাছিরের ২।২৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

پس جس مسجد میں یہ سب یابعض وصف دلایل ظاهرہ وجوہ مسلمہ سے بائیں جائیں وہ مسجد نہیں *

"কাজেই যে কোন মছজেদে স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ ও মানিত কারণ সমূহ দ্বারা এই সমস্ত চিহ্ন কিম্বা কতক চিহ্ন পাওয়া যায়, উহা মছজেদ হইবে না।"

প্রতিপক্ষদের মানিত মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী সাহেব 'বায়ানোল-কোরআনের ৭।১৪৪ ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"আয়তের শেষ এবারত হইতে বুঝা যায় যে, মছজেদে-'তাক্‌ওয়া' কোবার মছজেদ হইবে, তাহা হইলে এই হাদিছের কি অর্থ হইবে যে দুইজন ছাহাবার মধ্যে এই মছজেদে তাক্‌ওয়া সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল, ইহাতে হজরত (ছাঃ বলিয়াছিলেন, ইহা আমার মছজেদ :—

অর্থাৎ মছজেদে নাবাবী, ইহার জওয়াব এই যে, এই হাদিছের মর্ম্ম উহা নহে যাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, বরং উহার মর্ম্ম এই যে, মছজেদে নাবাবীও উহার অন্তর্গত, এইরূপ জওয়াবের উদ্দেশ্য মছজেদে কোবার জন্য এই হুকুম খাস হওয়ার দাবি খণ্ডন করিয়া দেওয়া। এক্ষণে এই প্রশ্ন বাকি থাকিল যে পরবর্ত্তী এবারতে মছজেদে নাবাবী শামিল হয় না, ইহার জওয়াব যে, এবারাতোন্নছ (عبارة النص) দ্বারা মছজেদে কোবা বুঝা যায়, কিন্তু দালালাতোন্নছ (دلالة النص) দ্বারা মছজেদে-নাবাবীও উহার অন্তর্গত হইয়াছে, কেননা যখন ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওয়ায় উক্ত গুণাবলীর লক্ষ্যস্থল হইল, তখন যে মছজেদের নির্ম্মাতা স্বয়ং হজরত নবি (ছাঃ) হইয়াছেন, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ যে, উহা অপেক্ষাকৃত সমধিক উক্ত গুণাবলীর লক্ষ্যস্থল হইবে।"

হিন্দুস্থানের জবরদস্ত আলেম কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি তফছিরে মোজহারীর ছুরা তওবার ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

قلت يعنى مورد نزول الآية و ان كان خاصا فالعبرة لعموم اللفظ فان النكرة الموصوفة بصفة عامة من الفاظ العموم يعنى كل مسجد على التقوى احق ان تقوم فيه من غيره لكن الظاهر من سياق الاية ان مورد الاية هو مسجد قبا فان مسجد الضرار كان بمضارة مسجد قبا *

"আমি বলি, আয়ত বিশিষ্ট স্থলে নাজেল হইলেও উহার ব্যাপক শব্দের হিসাবে মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইবে। কেননা 'নাকেরা' (نكرة) যখন ব্যাপক বিশেষণের সহিত বিশেষিত হয়, তখন উহা ব্যাপক (عام) শব্দের অন্তর্গত হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে কোন মছজেদের ভিত্তি তাকওয়া ও পরহেজগারির উপর স্থাপিত হয়, উহাতে আপনার নামাজ পড়া উচিত, তদ্বিপরীত মছজেদে নামাজ পড়া অনুচিত, কিন্তু আয়তের পরবর্ত্তী অংশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে মছজেদে কোবা আয়তের লক্ষ্যস্থল, কেননা মছজেদে জেরার মছজেদে কোবার ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

হিন্দুস্থানের বড় আলেম তফছিরে-মাওয়াহেবোর রহমানের ১১।২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"ছেরাজে আছে, যে মছজেদ নামার্জ্জন, গৌরব প্রদর্শন ও শুনান উদ্দেশ্যে, কিম্বা বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়, কিম্বা হারাম বা সন্দেহ যুক্ত অর্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করা হয়, উহা মছজেদে জেরারের হুকুম হইবে অর্থাৎ উহাতে নামাজ ইত্যাদি হারাম হইবে।"

وفی السراج جو مسجد کہ ناموری یا فخر دکھلانے و سنانے کے واسطے یا اورکسی غرض سے سوای خالص الله تعالی کی رضامندی چاھنے کے بنائی جاوے یا حرام یا مشکوک سے بنائی جاوے وہ مسجد الضرار سے ملحق ھے یعنی اسمیں نماز وغیرہ حرام ھے *

প্রতিপক্ষদের মানিত মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ১।১০৪।১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

یہ سب اختلاف اس صورت میں ہے کہ از راہ نفسانیۃ نہو ورنہ کسی کے نزدیک جائز نہیں اگر چہ سقوط واجب ہو جائیگا پس صورت مسئولہ میں اگر از راہ نفسانیہ بھی نہ ہوتا جب بھی بہتر نہ تھا چہ جائیکہ یہ تفریق از راہ نفسانیہ ہو ہو بہت بیجا ہے اور مشابہت ہے اہل مسجد ضرار کے ساتھہ کہ جنکی شان میں ہے و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین الخ اعاذنا اللہ منہ وجمیع المسلمین *

"এই সমস্ত মতভেদ ঐ ক্ষেত্রে খাটিবে যে সময় উহা নফছানি-এত (বিদ্বেষ) বশতঃ না হয়, নচেৎ কাহারও নিকট উক্ত মছজেদ জায়েজ হইবে না। যদিও ওয়াজেব নামাজ ছাকেত হইয়া যাইবে। যদি প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বশতঃ না হইত, তবু উহা উচিত ছিল না, বিশেষতঃ যখন ইহা দল সৃষ্টি ও শত্রুতা মূলে হয়, তখন অতি গর্হিত কার্য্য হইবে এবং মছজেদে জেরারের অধিবাসিদের তুল্য হইবে যাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছে ;—

"যাহারা (অন্য মছজেদের) ক্ষতি সাধনের জন্য কোফরের জন্য ও ঈমানদারগণের মধ্যে দল সৃষ্টি করার জন্য —— মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছে।" আল্লাহ আমাদিগকে ও সমস্ত মুছলমানকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

আরও মাওলানা থানাবী ছাহেব তাতেম্মায়-জেলদে-ছানি ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়ার ১২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,—

প্রঃ— এক গ্রামে প্রায় ৬০ ঘর লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে কেবল ২০ জন নামাজী, অবশিষ্ট কতকগুলি স্ত্রীলোক ও নাবালেগ

বালক বালিকা আছে, তথায় একটি পুরাতন মছজেদ আছে। অনুমান উহার ২৫ কদম ব্যবধানে একটি পতিত বাড়ী আছে, উহার অংশীদার ভিন্ন ভিন্ন লোক। উহার কতক ওয়ারেছ বালেগ, আর কিছু ওয়ারেছ নাবালেগ এতিম, এক্ষণে কতকগুলি লোক উক্ত এজমালি বাটীতে ঐ নাবালেগ এতিম শরিকগণের বিনা অনুমতি পুরাতন মছজেদের সহিত বিদ্বেষ করিয়া এমামজীর হক নষ্ট করার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। পুরাতন মছজেদের কোরআন পড়ার শব্দ নূতন মছজেদে ভালরূপ শুনা যায়, এই নূতন মছজেদের হুকুম কি? উহা মছজেদে-জেরারের হুকুমে হইবে কি না? পুরাতন মছজেদ ত্যাগ করতঃ শত্রুতা বশতঃ নূতন মছজেদে নামাজ পড়া ও জামায়াত করা জায়েজ কি না?

الجواب

اول تو اس مسجد ثانی کی بناء نیت خالصہ نہیں دوسرے حق غیر میں ہے اور غیر بھی ایسا ہے کہ جس کا اذن شرعا غیر معتبر ہے لہذا یہ مسجد کے حکم میں نہیں اور اس میں نماز پڑھنا اور مسجد قدیم کو چھوڑنا جائز نہیں ہے *

"প্রথমতঃ এই দ্বিতীয় মছজেদের ভিত্তি বিশুদ্ধ নিয়তের উপর স্থাপিত হয় নাই, দ্বিতীয় ইহা অন্যের স্বত্বের উপর হইয়াছে, অন্য ব্যক্তিও এরূপ যাহার অনুমতি শরিয়তে অগ্রাহ্য; এই হেতু উহা মছজেদের হুকুমে হইবে না, আর উহাতে নামাজ পড়া ও পুরাতন মছজেদ ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না।"

হিন্দুস্থানের বড় মুফতি মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ২।১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اگر مقصود تفریق اور فساد نہ ہو تو وہ ضرار ہوتی ہے

"যদি দল বিভাগ এবং ফাছাদ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে উক্ত মছজেদ জেরার হইবে।"

আর উহার ২০৮ পৃষ্ঠা :—

هر مسجد یکه بقصد تفریق جماعت مسجد قدیم طیار ساختة شود آن در حکم مسجد ضرار خواهد شد *

"যে মছজেদ পুরাতন মছজেদের জামায়াত বিভাগ করা উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করা হয়, উহা মছজেদে জেরারের হুকুমে হইবে।"

হিন্দুস্থানের নামজাদা মুফতি শাহ জাহানপুরের মাওলানা রিয়াছাত আলি খাঁ ছাহেব মরহুম জামেয়োল-ফাতাওয়ার ২।২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

وایضاً فیه کل مسجد بنی مباهاة او ریاء او سمعة او لغرض سوی ابتغاء الله او بمال غیر طیب فهو لاحق بمسجد الضرار *

"আরও উক্ত তফছিরে আহমদীতে আছে, যে কোন মছজেদ গৌরব লাভ, লোক দেখান, লোক শুনান উদ্দেশ্যে, আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে, অথবা হারাম অর্থে প্রস্তুত করা হয়, উহা মছজেদে জেরারের অন্তর্গত হইবে।

মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব হিন্দুস্থানের যে বোজর্গগণের নাম লইয়াছেন, তাঁহারা ত বর্ত্তমান জামানাতে মছজেদে-জেরারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, নব্য দেওবন্দী দলের মত বেদয়াত ও বাতীল।

এক্ষণে আসুন, প্রাচীনকালের আলেমগণের মত কি ছিল, তাহাও আলোচনা করা যাক।

তফছিরে নায়ছাপুরী, ১১।২০ পৃষ্ঠা :—

قال القاضی کل مسجد بنی علی التقوی فانه یدخل فیه وایضاً کل مسجد بنی مباهاة او ریاء او سمعة او

لغرض سوى ابتغاء وجه الله او بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار *

"কাজি (এয়াজ) বলিয়াছেন, যে কোন মছজেদ পরহেজগারির উপর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, উহা মছজেদে তাকওয়ার অন্তর্গত হইবে।

আর যে কোন মছজেদ গৌরব লাভ, লোক দেখান বা শুনান উদ্দেশ্যে, কিম্বা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অথবা হারাম অর্থে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, উক্ত মছজেদ মছজেদে-জেরারের হুকুম প্রাপ্ত হইবে।"

তফছিরে-এবনো-জরির, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;

عن ليث ان شقيقا لم يدرك الصلاة في مسجد بنى عامر فقيل له مسجد بنى فلان لم يصلوا فقال بعد لا احب ان اصلى فيه فانه بنى على ضرار وكل مسجد بنى ضرارا او رياء او سمعة فان اصله ينتهى الى المسجد الذى بنى على ضرار *

"লাএছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, শকিক মছজেদে-বনি আমেরে নামাজে শরিক হইতে পারেন নাই, ইহাতে কেহ তাঁহাকে বলিলেন, (আপনি) অমুক সম্প্রদায়ের মছজেদে নামাজ পড়ুন। এখনও তাহারা নামাজ পড়েন নাই, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি উক্ত মছজেদে নামাজ পড়া পছন্দ করি না, কেন না উহা (অন্য মছজেদের) ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর যে কোন মছজেদ ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে, লোক দেখান বা শুনান উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, উহার মূল উক্ত মছজেদের নিকট উপস্থিত হইবে যাহা ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল।" শকিক বালাখি এমাম আবু ইউছোফের শিষ্য। এমাম এবনো-কছির তফছিরের ৫।৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لا منافاة بين الآية و بين هذا لانه اذا كان مسجد قباء قد اسس على التقوى من اول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى والاوى *

"উক্ত আয়াত ও এই হাদিছের মধ্যে কোন বৈষম্যভাব নাই, কেননা যখন মছজেদে কোবার ভিত্তি প্রথম দিবস হইতে পরহেজ-গারির উপর স্থাপিত হইয়াছিল, তখন নবি (ছাঃ) এর মছজেদেরও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্গত হওয়া সমধিক উচিৎ ও উপযুক্ত।"

উপরোক্ত প্রাচীন বিদ্বানগণের কথা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে' মছজেদে-জেরার সংক্রান্ত আয়তের হুকুম খাস নহে, সমস্ত মুছল-মানের জন্য এই হুকুম ব্যাপক হইবে।

ইহাতে নব্য দেওবন্দীদের মত বাতীল ও বেদয়াত হওয়া ও দুনইয়ার প্রাচীন ও শেষ জামানায় আলেমগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত হওয়া বুঝা গেল।

তাঁহাদের আর একটি ভ্রম এই যে, তাঁহারা দাবি করিয়াছেন যে, মছজেদে-জেরার মছজেদ ছিল না। ইহাও বাতীল দাবি, যে স্থলে নামাজ পড়া হয়, উহাকে মছজেদ বলা হয়। হাদিছে আছে ;—

جعلت لى الارض مسجد *

"আমার জন্য জমি মছজেদ (ছেজদাস্থল) স্থির করা হইয়াছিল।"

তাঁহারা বলেন, লোক দেখান ও শুনান উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহাও মছজেদ, যদিও আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করা হয় নাই। তবু যেহেতু উহাতে নামাজ পড়া হইবে, এই হেতু মছজেদ হইবে।

এক্ষেত্রে মোনাফেকগণের নিয়ত মন্দ থাকিলেও তাহারা ত লোক দেখাইয়া উহাতে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করিয়াছিল, নচেৎ

উহার এমামতের জন্য হজরত (ছাঃ) কে আহ্বান করিয়াছিল কেন ? স্বয়ং আল্লাহ বলিয়াছেন ;—

والذين اتخذوا مسجدا *

"আর যাহারা মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।" অবশ্য এই মছজেদ প্রস্তুত করাতে নাজায়েজ উদ্দেশ্য ছিল, এই হেতু নাজায়েজ মছজেদ হইল, সেইরূপ মুছলমানগণ লোক দেখান ও শুনান এই নাজায়েজ উদ্দেশ্য রাখিলে, উহা নাজায়েজ মছজেদ হইবে।

উক্ত ছুরার এই আয়ত ;—

افمن اسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم *

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ভয় সন্তোষ লাভের জন্য স্বীয় মছজেদের ভিত্তি স্থাপন করিল, সেই উত্তম, না যে ব্যক্তি পতনোম্মুখ নদী ভগ্ন তীর ভূমিতে স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিল, তৎপরে তাহাকে লইয়া দোজখের অগ্নিতে পতিত হইল।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ও তাক্‌ওয়া এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যে মছজেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়, উহা দোজখের ঘর, উহার নামাজিগণ দোখজগামী হইবে, উহাতে আল্লাহ নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। মোনাফেকদের নির্ম্মিত মছজেদ যেরূপ ইহার বিপরীত ছিল সেইরূপ মুছলমানগণ লোক দেখান ও শুনান এবং গৌরব লাভ উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করে, কিম্বা হারাম মালে যে মছজেদ প্রস্তুত করে, উহা খোদার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে বা তাক্‌ওয়া উদ্দেশ্যে হয়, না কাজেই উহা নাজায়েজ মছজেদ ও দোজখের ঘর হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের দাবি কোরানের আয়তের বিপরীত।

মোরাদাবাদী ছাহেব জেরারের অর্থ কোফরের শিক্ষাস্থল এবং কাফেরগণের আশ্রয়স্থল লিখিয়াছেন। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের মতে মছজেদ জেরার উক্ত মছজেদকে বলে যাহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মছজেদ নহে, বরং, মছজেদের আকৃতিতে আরও কিছু প্রস্তুত কর উদ্দেশ্য হয়।

আমরা তাঁহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, জেরার (ضرار) শব্দের এইরূপ অর্থ কোন্ তফছিরে আছে? আল্লাহতায়ালা যে নাজায়েজ মছজেদে হজরত নবি (ছাঃ) কে কেয়ামত পর্য্যন্ত নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন এবং উহাকে পতনোম্মুখ নদী ভগ্ন তীর ভূমিতে স্থাপিত অট্টালিকার সহিত তুলনা দিয়াছেন এবং যে মছজেদটি নামাজীদিগকে লইয়া দোজখে পতিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, উক্ত নাজায়েজ মছজেদের চারিটি শর্ত্ত قيد উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম ضرار (জেরার), দ্বিতীয় কোফর প্রচার, তৃতীয় ঈমানদানদিগের মধ্যে দল সৃষ্টি, চতুর্থ খোদা ও রাছুলের শত্রুদের আশ্রয়স্থল করা।

মাওলানার মতে কি এস্থলে عطف تفسیری বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রথম শর্ত্তের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত্তের সহিত করা হইল? জেরার অর্থ ক্ষতি করা। কোফরের শিক্ষাস্থল ও কাফেরদের আশ্রয়স্থল কিরূপে উহার অর্থ হইল?

এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। ওজু পূর্ণ হওয়ার চারিটি শর্ত্ত প্রথম মুখমণ্ডল ধৌত করা, দ্বিতীয় হস্তদ্বয় ধৌত করা, তৃতীয় মস্তক মছহ করা ও চতুর্থ দুই পা ধৌত করা।

এক্ষেত্রে মোরাদাবাদী মাওলানার মতে মুখমণ্ডল ধৌত করার অর্থ দুই হাতওদুই পা ধৌত করা হইবে। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব যে অভিনব অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তিনি উহার ঐ

প্রকার অর্থ কোন তফছির হইতে প্রকাশ করিতে পারেন তবে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

শব্দের অর্থ ক্ষতি করা, ইহা সমস্ত অভিধানে আছে, কি ক্ষতি করা, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য একই কথা বারম্বার উল্লেখ করা হইতেছে।

ছোরাহ নামক অভিধানের ১৯২ পৃষ্ঠায় আছে ;—

ضرارا مضارة گزند رسانيدن *

জেরারান ও মোজারাতোন্ শব্দদ্বয়ের অর্থ অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন করা।

তফছিরে-কবির, ৪।৫১৭ পৃষ্ঠা ;—

قال الواحدي قال ابن عباس و مجاهد وقتادة و عامة اهل التفسير رضی الله عنهم الذين اتخذوا ضرارا كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"ওয়াহেদী বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছির কারক (রঃ) বলিয়াছেন, যাহারা একটি মছজেদের অনিষ্ট সাধন করার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা ১২ জন মোনাফেক ছিল, তাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তদ্দারা মছজেদে কোবার অনিষ্ট সাধন করে।"

তফছিরে এবনো-জরির, ১১।১৬ পৃষ্ঠা ;—

فتاويل الكلام و الذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلي الله عليه و سلم *

"আয়তের অর্থ আর যাহারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মছজেদের অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।"

তফছিরে-নায়ছাপুরী, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;—

قالوا ابن عباس و مجاهد و قتادة و عامة اهل التفسير كانوا اثنى عشر رجلا بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছির-কারক বলিয়াছেন, তাহারা ১১ জন লোক ছিল, এই উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যে তদ্দারা মছজেদে-কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে।"

তফছিরে-মায়ালেম ও খাজেন, ৩।২২০ পৃষ্ঠা

نزلت هذه الآية فى المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"এই আয়ত একদল মোনাফেকের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল যাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যেন তদ্দারা মছজেদে কোবার ক্ষতি সাধন করিতে পারে।"

তফছিরে-মোজহারি, তওবা, ৮২ পৃষ্ঠা ,—

قال ابن اسحاق و كان الذين بنوه اثني عشر رجلا بنوا هذا المسجد يضارون به مسجد قبا *

"এবনো-ইছহাক বলিয়াছন, যাহারা উক্ত মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল তাঁহারা বারজন লোক ছিল, তাহারা এই মছজেদটি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দারা তাহারা মছজেদে-কোবা'র ক্ষতি সাধন করে।"

কাজি আবুবকর এবনো-আরাবি ওন্দোলছি 'আহকামোল-কোরান' এর ১।৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال علمائهم ضرارا بالمسجد *

"তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন, উহার অর্থ মছজেদের অনিষ্ট করা উদ্দেশ্যে (উহা প্রস্তুত করিয়াছিল)।"

ওয়াহেদী তফছিরে-আজিজের ১।৩৭৪পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

و كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا و هو قوله ضرارا *

"আর তাহারা বারজন মোনাফেক ছিল—এই উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দারা মছজেদে-কোবা'র ক্ষতি সাধন করে, ইহা আল্লাহর কালাম ضرارا শব্দের অর্থ।"

তাফোত্তোফাছির, ১৮২ পৃষ্ঠা :—

(ضرارا) مضارة لمسجد قبا *

ضرارا শব্দের অর্থ মছজেদে কোবা'র ক্ষতি সাধন করা-হজরত ওমার (রাঃ) এই অর্থের সমর্থন করিয়াছেন :—

তফছিরে রুহোল-মায়ানি ৩।৩৬০ পৃষ্ঠা, তফছিরে-মায়ালেম ও খাজেন, ৩।১২১ পৃষ্ঠা :—

وعن عطاء لما فتح الله تعالى الامصار على عمر رض امر المسلمين ان يبنوا مساجد وان لايتخذوا فى مدينة مسجدين يضار احدهما و صاحبه *

আতা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে সময় আল্লাহতায়ালা শহরগুলিকে (হজরত) ওমার (রাঃ)র অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মুছলমানদিগের উপর হুকুম করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন মছজেদ সকল প্রস্তুত করেন এবং এক শহরে এরূপ দুইটি মছজেদ প্রস্তুত না করেন যে, একটি অপরটির ক্ষতি সাধন করে।"

উপরোক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, খোদা যে মছজেদে-জেরারে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহাতে নামাজ পড়িলে দোজখের অগ্নির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার অর্থ হজরত ওমার, হজরত এবনো-আব্বাছ, তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ

মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছিরকারকের মতে যে মছজেদ অন্য মছজেদের ক্ষতি সাধন করে। ছাহাবা ও তাবেয়ি-গণের ব্যাখ্যা সর্ব্বাগ্রে গণ্য হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

তফছিরে-আহমদী ও বয়জবীতে উহার অর্থ এই যে মছজেদ—মুছলমানদিগের ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা উহার লাজেমি অর্থ, কেননা মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি হইলে, ছলমানদিগের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং ইছলামের অবনতি হয়।

এই হেতু কোন কোন তফছিরে উভয় অর্থ গৃহীত হইয়াছে ,—

তফছিরে-হাক্কানী, ৪।২১৮ পৃষ্ঠা :—

والذین اتخذوا مسجد ضرار الخ کہ الاسلام اورمسجد تقوی کو ضرر پہونچانے .... ایک مسجد جدید بنائی تھی *

"(তাহারা) ইছলাম ও মছজেদে-তাকওয়ার ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে একটি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।"

খোলাছাতোত্তাফাছির, ২।২৮৭ পৃষ্ঠা :—

ضرار سے ضرر مسجد قبا مراد ہے أسکي جماعت توتے یا ضرر مؤمنین والاسلام مراد ہے *

জেরারের অর্থ মছজেদে-কোবা'র ক্ষতি যেন উহার জামায়াত নষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা ঈমানদারগণ ও ইছলামের ক্ষতি।"

প্রতিপক্ষদের মানিত আলেম মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী সাহেব এই অর্থের হিসাবে ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার জেলদে ছানির তাতেম্মার ১৩০ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন :—

اگر دوسری مسجد قریب ہو تو اور مسجد بنانا جائز نہیں اس لئے کہ أس سے پہلي مسجد کی اضاعت لازم آتی ہے - اور ایسی مسجد کی مثال ایسي ہے جیسے

ایک مغصوب کاغذ پر قرآن لکھا جاوے تو نہ اُسکي بی ادبی درست ھے نہ اس میں تلاوت درست ھے *

"যদি দ্বিতীয় মছজেদ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে। কেননা ইহাতে প্রথম মছজেদ নষ্ট করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, এইরূপ মছজেদের দৃষ্টান্ত যেরূপ অপহৃত কাগজে কোরআন লেখা, যদি ইহা করা হয়, তবে উহার সহিত বে-আদবি করা জায়েজ নহে, কিম্বা উহা তেলাওয়াত করা জায়েজ নহে।"

থানাবী ছাহেবের ফৎওয়াতে বুঝা যায় যে, এক মছজেদ প্রস্তুত করিলে যদি অন্য মছজেদ বিরাণ হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয় মছজেদ নাজায়েজ এবং উহাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ।

বড় মুফতি মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ১।১৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

بلا شبهه این مسجد که بغرض نفسانیت و عداوت و ضرر مسجد قدیم تیار میشود حکم ضرار دارد و چنین بنا موجب ثواب نیست بلکه باعث نکال میشود *

"বিনা সন্দেহে রিপুর স্বার্থসিদ্ধ ও শত্রুতা মূলে ও পুরাতন মছজেদের ক্ষতি উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা জেরারের হুকুমে দাখিল হইবে, এইরূপ মছজেদ প্রস্তুত করা ছওয়াব জনক কার্য্য নহে, বরং আজাবের কারণ হইবে।"

আরও উহার ২।২১৭ পৃষ্ঠা :—

اگر از بنای مسجد جدید ضرر و تخریب مسجد قدیم باشد هر آینه بنایش منهي عنه باشد *

"যদি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিলে, পুরাতন মছজেদ ক্ষতি গ্রস্ত ও বিরাণ হইয়া যায়, তবে নিশ্চয় উহা প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইবে।"

মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী ছাহেব এজহারোল হক কেতাবের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اگر آباد ایك مسجد کو محض ویران کرنے کے خیال سے اسکي تعمیر کیجائیگی تو اس کا حکم مسجد ضرار کا هو جائیگا اور اس میں نماز منع هو جائیگي *

যদি একটি আবাদ মছজেদকে কেবল বিরাণ করার ধারণায় নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, তবে উহা মছজেদে-জেরারের হুকুমে হইবে, উহাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হইবে।

মাওলানা আবদুল্লাহ ছাহেব মাখজানোল-ফাতাওয়ার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

سوال کسانیکه بسبب بغض وحسد در قرب مسجد قدیم برای اضرار آن مسجد بنا سازند حکم آن مسجد چیست

جواب در صورت مذکوره مسجد جدید مسجد ضرار خواهد شد و آن را هدم و ویران کردن باید *

ছওয়াল।

যাহারা দ্বেষ হিংসা বশতঃ পুরাতন মছজেদের নিকট উহার ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করে, উক্ত নূতন মছজেদের হুকুম কি?

জওয়াব।

উল্লিখিত ঘটনাতে নূতন মছজেদ মছজেদে-জেরার হইবে এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ও বিরাণ করা জরুরী।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, একটি মছজেদ বিরাণ করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা মছজেদে জেরার, উহাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ, আল্লাহ এইরূপ মছজেদ দোজখের ঘর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব হজরত ওমার (রঃ)র তফছিরটি ছহিহ হওয়ার প্রতি সন্দেহ করিয়াছেন, যদি উহা ছহিহ না হইত

তবে মায়ালেম, খাজেন ও ছেরাজোল-মনির প্রণেতা মোহাদ্দেছগণ নিজ নিজ তফছিরে বর্ণনা করিতেন না। আর হানাফী মোফাছছেরগণ উহা দলীলরূপে গ্রহণ করিতেন না।

তিনি বলিয়াছেন, যদিও উহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবু উহাতে নামাজ নাজায়েজ হওয়া বুঝা যায় না। আমাদের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ যে মছজেদে জেরারে لا تقم فيه ابدا বলিয়া নামাজ নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ হওয়ার কথা গুরু গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন হজরত ওমার, অন্যান্য ছাহাবা ও তাবেয়ি ও অধিকাংশ তফছিরকারক তাহারাই তফছির করিয়াছেন, কাজেই উহা দ্বারা নামাজ নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে।

আরও মাওলানা আবদুল হাই লাখনবি ছাহেবের মজমুয়া-ফাতাওয়ার ২।২১৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হজরত ওমারের তফছিরকে দ্বিতীয় মছজেদ নাজায়েজ হওয়ার দলীলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাঁহার চাচাজী থানাবী ছাহেব এইরূপ মছজেদকে নাজায়েজ বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কথা বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

এইরূপ তিনি যে মোল্লা জিওন ছাহেবের কথার তাবিল করিয়াছেন, তাহাও বাতীল।

সমাপ্ত

মছজেদ স্থানান্তরিত করার রদ সম্বন্ধে চারিখানা কেতাব লেখা হইল।

১। একটি ফৎওয়ার রদ। ২। বাইটকামারির বাহছ।
৩। মছজেদ স্থানান্তরিত করার রদ। ৪। এজহারোল হকের রদ।